শ্রীমদ্ভাগবত সমীক্ষা

Rupanuga

শ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

"শ্রীমদ্ভাগবত সমীক্ষা"

পূর্বপক্ষ খণ্ডনপূর্বক গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবতমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা

"সত্যং পরং ধীমহি"
(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১।১।১)

গ্রন্থকার
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের জিবিসি গুরুবর্গ এবং বৈষ্ণববর্গের চরণাশ্রিত ডঃ অর্জুনসখা দাস এবং টিম রূপানুগ (facebook page & group)

শ্রীমদ্ভাগবত সমীক্ষা

সমস্ত বিরুদ্ধমত খণ্ডন পূর্বক
গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভগবতমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা

গ্রন্থকার :
ডঃ অর্জুনসখা দাস এবং টিম রূপানুগ_Rupanuga

প্রকাশকাল :
শয়ন একাদশী তিথি '
পয়লা জুলাই ২০২০

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
Website: Gaudiya Scripture.blogspot.com
Facebook: Gaudiya Scripture & রূপানুগ_Rupanuga(www.facebook.com/রূপানুগ_Rupanuga-105504134466044/)
Youtube/Gaudiya Scriptures

ভূমিকা

"সহস্রনাম" বলতে যেমন "বিষ্ণু সহস্রনাম"কেই বোঝায়, "গীতা" বলতে "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাকেই" বোঝায়; **"ভাগবত"** বলতে তেমন **"শ্রীমদ্ভাগবতকেই"** বোঝায়। তামসিক ও রাজসিক ব্যক্তিরা মূল গীতা,ভাগবত প্রভৃতির অনুকরণে বিভ্রান্তিকর শাস্ত্র রচনা করে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের থেকে জীবকে বহির্মুখ করার চেষ্টা করে,যেমন : ঈশ্বরগীতা, শিবগীতা, দেবীভাগবত ইত্যাদি। আপামর ভারতবাসী অনাদিকাল থেকে "শ্রীমদ্ভাগবতম্" মহাপুরাণকে সমাদর করে এসেছেন। কিন্তু কিছু ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি অর্বাচীন পুরাণ দেবীভাগবতকে তুলে ধরে প্রমাণ করার চেষ্টা করে, শ্রীমদ্ভাগবতম্ নাকি বৈষ্ণবদের বানানো শাস্ত্র।
বর্তমানে নবীন শ্রদ্ধালু জনসাধারণের বিশ্বাস রক্ষা ও শ্রীবৈষ্ণব গণের প্রীতির উদ্দেশ্যে "শ্রীমদ্ভাগবতমের প্রামাণিকতা স্থাপন" প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাই **"শ্রীমদ্ভাগবত সমীক্ষা"** গ্রন্থে এই বিষয়ে নিরপেক্ষ বিচার করা হয়েছে। এই গ্রন্থ যিনি নিরপেক্ষভাবে পাঠ করবেন, তাঁর হৃদয় থেকে শ্রীমদ্ভাগবতম্ সংক্রান্ত সমস্ত সংশয় পূর্ণরূপে দূর হবে, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতম্ কে সর্বোচ্চ বৈদিক সাহিত্য রূপে উপলব্ধি করতে পারবেন এবং মৎসর পরায়ন ব্যক্তিদের অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পারবেন। ভগবান শ্রীনৃসিংহদেবের নখদ্যুতি যেমন দানবগণের মৃত্যুর কারণ হয়, তেমনি এই গ্রন্থের অকাট্য যুক্তিসমূহ সমস্ত আসুরিক ভাব নষ্ট করুক। জয়তু ভাগবতধর্ম। পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ ।

-----------x-----------
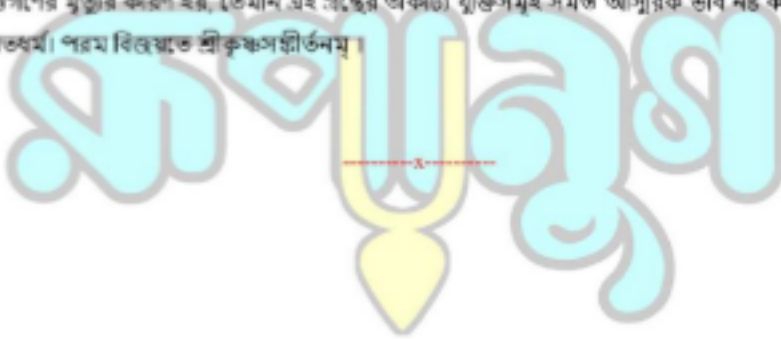
উৎসর্গ :-

এই গ্রন্থটি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের করকমলে নিবেদিত হল। যিনি সমগ্র বিশ্বে শ্রীমদ্ভাগবতম্ মহাপুরাণ প্রচার করে জগতকে বৈদিক জ্ঞানের আলোকে আলোকিত করেছেন।

এই গ্রন্থের ক্রমসূচি:

---------------------------x---------------------------

১) বিভিন্ন পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতম্

এই অংশে বিভিন্ন পুরাণ থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রমাণ সংগ্রহ করে দেখানো হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতম্ একখানি প্রামাণিক সাত্ত্বিক শাস্ত্র। এখানে পদ্মপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, নারদীয় পুরাণ, গরুড় পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, স্কন্দ পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, বরাহ পুরাণ ইত্যাদি থেকে প্রমাণ করা হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতম্ কতখানি প্রাচীন।

১.১ পদ্মপুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতম্ :

পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে সমগ্র ৬৩ অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্য রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ধুন্ধুকারী-গোকর্ণের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। স্থানাভাবে সেইসব বিস্তারিত দেওয়া সম্ভব হল না। এখানে পদ্মপুরাণের অন্যান্য অংশ থেকে শ্লোক উদ্ধার করে দেখানো হল :

পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড, ১৯৫।২৯, ৩৬

"গ্রন্থোঽষ্টাদশ সাহস্রো দ্বাদশ স্কন্ধ সম্মিতঃ।
পরীক্ষিত শুক সম্বাদঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।।
শ্লোকার্ধং শ্লোকপাদং বা নিত্যং ভাগবতোদ্ভবং।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ং।।"

- আঠার হাজার শ্লোক ও দ্বাদশ স্কন্ধ সমন্বিত পরীক্ষিত-শুক সংবাদ শ্রীমদ্ভাগবত নামে অভিহিত। যে ব্যক্তি নিত্য নিজমুখে ভাগবতের অর্ধশ্লোক অথবা একটি পাদ মাত্র পাঠ করেন, তাঁর ভববন্ধন ক্ষয় হয়।

পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ১৯০।৩

"পুরাণেষু তু সর্বেষু শ্রীমদ্ভাগবতং পরম্।
যত্র **প্রতিপদং কৃষ্ণঃ গীয়তে** বহুধর্ষিভিঃ।।"

- সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতম্ শ্রেষ্ঠ। যেখানে প্রতিটি শব্দে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণিত হয়েছে।

পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড, ৭১ অধ্যায়

"অষ্টাদশং ভাগবতং সারমাকৃষ্য সর্বতঃ।
কৃতবান্ ভগবান্ ব্যাসঃ শুকঞ্চ অধ্যাপয়েৎ সুতং।।
স্কন্ধৈঃ দ্বাদশভির্যুক্তং ব্রহ্মবিদ্যা সমন্বিতং।
বেদবেদান্তসারং তৎ পুরাণেন চ সত্তমঃ।।
যত্র **সংকীর্তিত কৃষ্ণো** ভগবান্ বৈঃ পদে পদে।
শ্রীভাগবতং ইত্যেব যে স্মরতি নরঃ ক্বচিৎ।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যো যথা নাম্না গদাভৃতঃ।।"

- সমস্ত শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করে ভগবান ব্যাস ১৮টি অধ্যায় যুক্ত শ্রীমদ্ভাগবতম সংকলন করেন, নিজপুত্র শ্রীশুকদেবকে পড়ান। ইহার মোট ১২টি স্কন্ধ ব্রহ্মবিদ্যা অর্থাৎ ভক্তি সমন্বিত। ইহা সমস্ত বেদবেদান্তের সার এবং শ্রেষ্ঠ পুরাণ। শ্রীমদ্ভাগবতমে প্রতিটি শব্দে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। কোন ব্যক্তি যখনি শ্রীমদ্ভাগবতম্ স্মরণ করেন, তাঁর হৃদয়ের পাপ ভগবান শ্রীগদাধরের গদার আঘাতে নষ্ট হয়।

শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর তত্ত্বসন্দর্ভে এবং শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁর সিদ্ধান্ত দর্পণে পদ্মপুরাণের একটি শ্লোক উল্লেখ করেছেন :

"অম্বরীষ **শুকপ্রোক্তং** নিত্যং ভাগবতং শৃণু।

পঠস্ব স্বমুখেনৈব যদিচ্ছসি ভবক্ষয়ং।।"

- হে অম্বরীষ, তুমি নিত্য শুককথিত ভাগবত শ্রবণ কর। ইহা নিজমুখে পাঠ করলে তৎক্ষণাৎ ভববন্ধন ক্ষয় হয়।

১.২ মৎস্যপুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতম্:

অন্যতম প্রাচীন পুরাণ মৎস্যপুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতমের উল্লেখ রয়েছে ৫৩।২০, ৫৩।২১, ৫৩।২২ অংশে। এই তিনটি শ্লোক শ্রীধর স্বামী তাঁর ভাগবতটীকা "ভাবার্থদীপিকা" তে ভাগবতের ১।১।১ শ্লোকের ব্যাখ্যাতে উল্লেখ করেছেন :

"যত্রাধিকৃত্য **গায়ত্রীং** বর্ণ্যতে ধর্মবিস্তরঃ।

বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতং মিশ্যতে।।

লিখিত্বা তচ্চয়ো দদ্যাদ্ধেমসিংহসমন্বিতং।

প্রৌষ্ঠপাদ্যং পৌর্ণমাস্যাং স যাতি পরমং গতিং।

অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণাং তৎপরিকীর্ত্তিতং।।"

– যে গ্রন্থে **গায়ত্রী**র উপর আধারিত সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, বৃত্রাসুর বধ বর্ণিত আছে, তাহাই শ্রীভাগবত। যে ব্যক্তি এই আঠার হাজার শ্লোকযুক্ত গ্রন্থটি লিখে সোনার সিংহাসন সহ ভাদ্রপূর্ণিমায় দান করেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন।

১.৩ নারদীয় পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতম্

নারদীয় পুরাণ, পূর্ব ভাগ, ১।৬২।৭২ এ ভাগবতের বিষয়ে শ্রীভগবান শুকদেবকে বলেছেন :
"তয়োর্নির্দেশতো ব্যাসো জনকস্তব সুব্রত।
কর্তা ভাগবতং শাস্ত্রং তদাভিবক্তবং ব্রজ।।"
- শ্রীনর-নারায়ণের নির্দেশে উত্তম ব্রত ধারণকারী ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতম্ রচনা করবেন। তুমি (শুকদেব) পৃথিবীতে গিয়ে ভাগবত অধ্যয়ন কর।

নারদীয় পুরাণ, ১।৬২।৭৭

"নারায়ণানিয়োগাত্তুত্বন্মুখেন মুনীশ্বরঃ।

চক্রে সংহিতাং দিব্যং নানাখ্যানসমন্বিতং।।"

- নারায়ণ ঋষির মুখোদগীর্ণ বাক্য মুনীশ্বর নারদের কাছে শুনে ব্যাসদেব নানা আখ্যান সমন্বিত দিব্য গ্রন্থ (শ্রীমদ্ভাগবতম্) প্রণয়ন করবেন।

নারদীয় পুরাণ, ১।৬২।৭৮
বেদতুল্যং ভাগবতং **হরিভক্তিবিবর্ধিনীং**।
নিবৃত্তিনিরতং পুত্রং শুকমধ্যাপয়ৎকৃতং।।
- বেদতুল্য শ্রীমদ্ভাগবতম্ **হরিভক্তি** বর্ধন করে। ইহা রচনা করে, ব্যাসদেব তা সংসারত্যাগী নিজপুত্র শুককে পড়ান।
নারদীয় পুরাণ, ১।৬২।৭৯
"আত্মারামোঽপি ভগবান পারাশর্যাত্মজঃ শুকঃ।
অধীত্বান্ সংহিতাং বৈ নিত্যং **বিষ্ণুজনপ্রিয়াং**।।"
- আত্মারাম শুকদেব, যিনি পরাশরপুত্র ব্যাসের পুত্র, তিনি এই সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতম্ অধ্যয়ন করেন, যা নিত্য **বৈষ্ণবগণের** প্রিয়।

নারদীয় পুরাণ, ৯৬ অধ্যায়, পূর্বখণ্ডে শ্রীমদ্ভাগবতমের বিষয়বস্তুর বিস্তৃত বিবরণ আছে। ইহা একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতমের সাথেই মেলে, দেবীভাগবতের সাথে মেলে না।

নারদীয় পুরাণ, ১।৯৬।১
"মারীচে, শৃণু বক্ষ্যামি বেদব্যাসেন যৎকৃতং।
শ্রীমদ্ভাগবতম্ নামপুরাণং ব্রহ্মসম্মিতং।।"
- ব্রহ্মা বললেন, হে মারীচি শোন, বেদব্যাস কৃত ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতম্ নামক পুরাণের কথা বলছি।
নারদীয় পুরাণ, ১।৯৬।২
"তদষ্টাদশসাহস্রং কীর্তিতং পাপনাশনং।
সুরপাদপরূপোঽয়ং স্কন্ধৈঃ দ্বাদশভির্যুতঃ।
*ভগবানেব বিপ্রেন্দ্র **বিশ্বরূপীসমীরিতঃ**।।"*
- এই ভাগবত পুরাণে দ্বাদশ স্কন্ধে ১৮ হাজার শ্লোক আছে, যা সমস্ত পাপ নাশ করে। ইহা কল্পবৃক্ষ রূপ। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ, এখানে কেবল **ভগবান বিশ্বরূপের** মহিমা প্রচারিত হয়েছে।
এর পরবর্তী শ্লোকগুলিতে সংক্ষেপে ভাগবতের সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে, যা শ্রীমদ্ভাগবতমের সাথেই একমাত্র মেলে।

১.৪ স্কন্দপুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতম্ :

স্কন্দপুরাণের প্রভাস খণ্ডে ৭।১২।৩৯-৪২ এ বলা হয়েছে :
*"যত্রাধিকৃত্য **গায়ত্রীং** সারস্বতস্য কল্পস্য*
মধ্যে যে সুরনরামরাঃ তদ্বৃত্তান্তং ভবং লোকে
তচ্চ ভাগবতং স্মৃতং লিখিত্বা তচ্চ অষ্টাদশ
সহস্রাণি পুরাণং তৎ পরিকীর্তিতং।।
যে গ্রন্থ সারস্বত কল্পের মানব ও দেবতার বৃত্তান্ত বর্ণনা করে, সর্বোচ্চ ধর্ম যা **গায়ত্রী**র উপর প্রতিষ্ঠিত- তা প্রচার করে, বৃত্রাসুর বধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তা শ্রীমদ্ভাগবতম্ নামে পরিচিত। ইহাতে

১৮০০০ শ্লোক আছে। যে ব্যক্তি ইহা অনুলিপি করে ভাদ্র পূর্ণিমাতে স্বর্ণ সিংহাসন সহ দান করেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন।
এই শ্লোকটি অগ্নিপুরাণেও পাওয়া যায়। অগ্নিপুরাণ ২৭২.৬-৭

স্কন্দপুরাণ, ২।৬।৩।৪০-৪২, ৪৪, ৩৩
শতশোঽথ সহস্রৈশ্চ কিম্ অন্যৈঃ শাস্ত্র সংগ্রহৈঃ।
ন যস্য তিষ্ঠতে গেহে শাস্ত্রং ভাগবত কলৌ।
কথং স বৈষ্ণবো জ্ঞেয়ঃ শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ
গৃহে ন তিষ্ঠতে যস্য স বিপ্রঃ শ্বপচাধমাঃ
যত্র যত্র ভবেদ্বিপ্র শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ
তত্র তত্র **হরির্যাতি** ত্রিদশৈঃ সহ নারদ
যঃ পঠেৎ প্রয়তো নিত্যং শ্লোকং ভাগবতং মুনে
অষ্টাদশ পুরাণাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবাঃ
- কলিযুগে যদি কারো গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতম্ না থাকেন, তবে শতসহস্র অন্য শাস্ত্রের কি মূল্য ? কলিযুগে যদি কারো গৃহে শ্রীমদ্ভাগবতম্ না থাকেন, তবে তিনি কীভাবে বৈষ্ণব হবেন? এমনকি তিনি যদি ব্রাহ্মণ ও হন, তথাপি কুকুর মাংসভোজী চণ্ডালের থেকেও নীচ হবেন। হে বিপ্র, নারদ, যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতম্ থাকেন, সেখানে সমস্ত দেবতা সহ **পরমেশ্বর হরি** অবস্থান করেন। হে মুনি, যিনি শ্রদ্ধাসহকারে ভাগবতের একটি শ্লোক প্রত্যহ পাঠ করেন, তিনি অষ্টাদশ পুরাণ পাঠের ফল লাভ করেন।

স্কন্দপুরাণের প্রহ্লাদ সংহিতাতে, দ্বারকা মাহাত্ম্যে একটি শ্লোক হরিভক্তিবিলাসে ১৩।১৩১ এ গৃহীত হয়েছে :
*"শ্রীমদ্ভাগবতম্ ভক্ত্যা পঠতে **বিষ্ণু সন্নিধৌ**।*
জাগরে তৎ পদং যাতি কুলবৃন্দ সমন্বিতঃ।।"
যে ব্যক্তি একাদশী তিথিতে রাত জেগে পরমাত্মা **শ্রীহরির** সম্মুখে শ্রীমদ্ভাগবতম্ পাঠ করেন, তিনি সবংশে বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

শ্রীধর স্বামী পাদ তাঁর ভাগবত টীকা ভাবার্থ দীপিকাতে এবং শ্রী বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁর সিদ্ধান্ত দর্পণে স্কন্দ পুরাণ থেকে ভাগবত মাহাত্ম্যসূচক একটি শ্লোক উল্লেখ করেছেন : "
"গ্রন্থো অষ্টাদশঃ সহস্রো দ্বাদশ স্কন্ধ সম্মিতঃ
*যত্র **বৃত্রবধস্তথা** ।*
গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্ বৈ ভাগবতং বিদুঃ।।"
- যে গ্রন্থ আঠারো হাজার শ্লোক ও দ্বাদশ স্কন্ধ সমন্বিত, গায়ত্রী দ্বারা শুরু হয়েছে, হয়গ্রীব ও ব্রহ্মবিদ্যা সংবাদ আছে, **বৃত্রাসুর বধ** আছে- তাইই শ্রীমদ্ভাগবতম্।
(স্কন্দপুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে চার অধ্যায়যুক্ত **"ভাগবতমাহাত্ম্য"** নামক একটি আলাদা অংশ আছে, যা স্পষ্টভাবে শ্রীমদ্ভাগবতমের মহিমা বর্ণনা করছে। সেখানকার কিছু শ্লোক হল:
*"**পরীক্ষিৎ শুক** সংবাদো যো অসৌ ব্যাসেন কীর্তিতঃ।*
গ্রন্থো অষ্টাদশ সহস্রো যো অসৌ ভাগবত অভিধিঃ।।"
- যে গ্রন্থ আঠার হাজার শ্লোকে ব্যাস প্রণয়ন করেন, যা **শুক-পরীক্ষিতের** মধ্যে কথোপকথন, তাইই শ্রীমদ্ভাগবতম্ নামে পরিচিত।

শ্রী কৃষ্ণ আসক্ত ভক্তানাং তান্ মাধুর্যপ্রকাশকং।
সমুচ্ছ্রমকুতি যদ্ বাক্যং বিদ্ধি ভাগবতং হি তৎ।।(অধ্যায়, ৪।৪)
অবগত হোন, তাইই শ্রীমদ্ভাগবতম্, যা **ভগবান শ্রীকৃষ্ণের** মাধুর্য এবং ভক্তের সমীপে ভগবানের প্রকাশের লীলাকথা বিস্তার করে।

স্কন্দপুরাণ ২/৬/৪/৪৮ বিষ্ণুখন্ড, ভাগবত মাহাত্ম্য, ৪র্থ অধ্যায় ৪৮ শ্লোক

কৃষ্ণপ্রাপ্তিকরং *শশ্বৎ প্রেমানন্দফলপ্রদম্।*
শ্রীমদ্ভাগবতং শাস্ত্রং কলৌ কীরেন ভাষিতম্।।
কলিতে এই শুকভাষিত শ্রীমদ্ভাগবত **কৃষ্ণপ্রাপ্তিকর** ও নিত্যপ্রেমানন্দরূপ ফলপ্রদ।

১.৫) অগ্নিপুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতম্ :

অগ্নিপুরাণ ২৭১।৬-৭ এ শ্রীমদ্ভাগবতমের কথা আছে :

*যত্রাধিকৃত্য **গায়ত্রীং** কৃত্যতে ধর্মবিস্তরঃ*
বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমুচ্যতে
সারস্বতস্য কল্পস্য প্রৌষ্ঠপদ্যান্তু তদ্দদেৎ
অষ্টাদশ সহস্রাণি হেমসিংহাসনান্বিতং

-যা গায়ত্রীর উপর আধারিত ধর্মপ্রকাশ করে,বৃত্রাসুরবধের কাহিনীযুক্ত,তাইই অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকসমন্বিত ভাগবত যা সারস্বত কল্পের ভাদ্রপদ পূর্ণিমাতে হেমসিংহাসন সহযোগে দান করতে হয়।

১.৬) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতম্ :

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, কৃষ্ণজন্মখন্ড, ৭৩ অধ্যায়, ৭৯ শ্লোক :
পরম পুরাণ সুত্রেষু চ অহং ভাগবতং বরম্।।
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন : সমস্ত পুরাণের মধ্যে আমি শ্রীমদ্ভাগবতম্ ।

১.৭) গরুড় পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতম্ :

গরুড় পুরাণ মতে,
অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থবিনির্ণয়ঃ।
গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ
বেদার্থপরিবৃংহিত
পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভাগবতোদিতঃ
দ্বাদশস্কন্ধযুক্তোঽয়ম শতবিচ্ছেদসংযুতঃ
গ্রন্থোঽষ্টাদশসহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ

-ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্যস্বরূপ, মহাভারতের প্রকৃত অর্থ প্রকাশক, গায়ত্রী মন্ত্রের ভাষ্যরূপ, বেদার্থ প্রকাশকারী, পুরাণসমূহের মধ্যে সামবেদ সাক্ষাৎ শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১২ টি স্কন্ধ যুক্ত ও ১৮০০০ শ্লোক সমন্বিত এবং অনেক অধ্যায় যুক্ত।

গরুড় পুরাণ ৩।১।৩৪ অনুসারে
"সর্বেষ্বপি পুরাণেষু শ্রেষ্ঠং ভাগবতং স্মৃতং" - সমস্ত পুরাণের মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতম্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

গরুড় পুরাণ ৩।১।৪৩,৪৪ মতে

কলৌযুগে সর্ব পুরাণমধ্যে ত্রিণ্যেব মুখ্যানি **হরিপ্রিয়াণি।**

মুখ্যং পুরাণং হি কলৌযুগং চ শ্রেয়স্করং ভাগবতং পুরাণং।।

কলিযুগে তিনটি পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবতম্, বিষ্ণুপুরাণ এবং গরুড় পুরাণ **ভগবান হরির অত্যন্ত প্রিয়।** এই তিনটির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতম্ প্রধানতম এবং সর্বোচ্চ ফল প্রদান করে।

১.৮) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতম্ :

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ২৷৩৬৷২৭

কৃষ্ণকর্ণামৃত স্তোত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি নাম "***শুকবাগমৃতাব্ধিইন্দুঃ***" অর্থাৎ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শুকদেবের মুখনিঃসৃত বাণী(ভাগবত) সমুদ্রে উদিত ইন্দু।

১.৯) বরাহপুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতম্:

বরাহপুরাণে ও শ্রীমদ্ভাগবতম বিষয়ে পরীক্ষিত মহারাজের শাপপ্রাপ্তি এবং ভাগবতশ্রবণের কথা আছে।
বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁর সিদ্ধান্ত দর্পণের তৃতীয় প্রভাতে উল্লেখ করেছেন:
ভগবান বরাহদেব বলছেন:
তত্র জগ্মুর্মহাভাগাঃ মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ
শুকশ্চ ব্যাসতনয়ো মহাভাগবতো মুনিঃ
সংহিতাং শ্রাবয়ামাস **রাজ্ঞে** ভাগবতিম্ মুনিঃ
সেখানে অনেক মহাতপস্বী মহামুনি আগমন করেছিলেন, ব্যাসতনয় মহাভাগবত(মহান্ ভগবদ্ভক্ত) শ্রীশুকমুনি রাজা(পরীক্ষিত)কে ভাগবত দান করেছিলেন।

২) বিভিন্ন গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতম্

এই অংশটিতে দশম শতাব্দীতে রচিত আলবেরুণীর তহকিক্ ই হিন্দ্ গ্রন্থ, গৌড়পাদের গ্রন্থ, বল্লাল সেন রচিত দানসাগর গ্রন্থ, চাণক্য নীতি ইত্যাদি থেকে প্রমাণ করা হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতম্ কতখানি প্রাচীন।

২.১) আলবেরুণীর গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতম্:

দশম শতাব্দীতে রচিত "তহকিক্ ই হিন্দ্" গ্রন্থে আল্ বেরুণী শ্রীমদ্ভাগবতমের উল্লেখ করেছেন। তাঁর রচনায় ভাগবতের বিশেষণ রূপে বাসুদেবের উল্লেখ থেকে বোঝা যায় তিনি শ্রীমদ্ভাগবতমের উল্লেখ করেছেন; দেবীভাগবতমের নয়। এর দ্বারা এ ও প্রমাণিত হয় যে একাদশ শতাব্দীর বোপদেব "ভাগবত" রচনা করেননি।

Another somewhat different list of Purānas has been read to me from the Viṣṇu Purāṇa. I give it here in extenso........Brāhma, Pādma, Viṣṇu, Śiva, Bhāgavata i.e Vāsudeva..

Source:- Alberuni's India vol 1 page 131, Sachau, Trübner, 1914.

২.২) দানসাগর গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতম্:

দশম শতাব্দীর বল্লাল সেন তাঁর **দানসাগর গ্রন্থে** বলেছেন ,"শ্রীমদ্ভাগবতমে দানধর্মের বিষয়ে অল্পসংখ্যক শ্লোক আছে।"
বল্লাল সেন তাঁর দানসাগর গ্রন্থের ১৫৭ তে শ্রীমদ্ভাগবতমের উল্লেখ করেছেন, যা এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত "দানসাগর" গ্রন্থে পাওয়া গেছে।

২.৩) গৌড়পাদের গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতম্:

১) আদি শংকরাচার্যের গুরু গোবিন্দের গুরু গৌড়পাদ (অর্থাৎ শংকরের গুরুর গুরু) তাঁর "উত্তর গীতা" ভাষ্যে এবং "সাংখ্য কারিকা বৃত্তি" গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতমের নাম এবং একাধিক শ্লোক উল্লেখ করেছেন। অনেকে বলেন, গৌড়পাদ নামের একাধিক ব্যক্তি হয়তো ছিলেন। কিন্তু এটির কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। অনেকে বলেন,এই গ্রন্থটি হয়তো গৌড়পাদের নামে আরোপিত। কিন্তু গবেষক এম টি সহস্রবুদ্ধে প্রমাণ করেছেন, এই গ্রন্থগুলি আসলে গৌড়পাদেরই রচিত। আবার অনেকে বলেন, গৌড়পাদের গ্রন্থ থেকে হয়তো পরবর্তীকালে ভাগবতে এই শ্লোকদুটি গৃহীত হয়েছে। কিন্তু এই যুক্তিটিও অসার। কারণ গৌড়পাদ শুধু শ্লোকদুটিই নয়, "শ্রীমদ্ভাগবতমের" নামসমেত ১০।১৪।৪ শ্লোক উল্লেখ করেছেন।

এছাড়াও গৌড়পাদ শ্রীমদ্ভাগবতমে ১।৩।১ এর "জগৃহে পৌরুষং রূপং" শ্লোকটি তাঁর পঞ্চীকরণ ব্যাখ্যা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।
২) মাঠর বৃত্তি গ্রন্থেও গৌড়পাদ শ্রীমদ্ভাগবত থেকে শ্লোকের উদাহরণ দিয়েছেন।
৩) গৌড়পাদাচার্যের গুরুপরম্পরা দেখেও বোঝা যায় তিনি শ্রীমদ্ভাগবতম থেকেই শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন।
তাঁর গুরু পরম্পরা হল— ব্যাসদেব—শুকদেব—গোবিন্দপাদ — গৌড়পাদ— শঙ্করাচার্য
এই সমস্ত প্রমাণ থেকে বোঝা যায়, শ্রীমদ্ভাগবতম্ শংকরাচার্যের বহু পূর্ব থেকেই একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ।

২.৪) জৈনধর্ম গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতম্:

পঞ্চম শতকে রচিত জৈন ধর্মগ্রন্থ "নন্দী সূত্র" এ শ্রীমদ্ভাগবতমের নাম আছে। এই গ্রন্থে জৈন ধর্মে নিষিদ্ধ গ্রন্থসমূহের তালিকা দেওয়া হয়েছে। এটিতে সরাসরি রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত পুরাণ, সাংখ্যকারিকা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। ইহার রচয়িতা বল্লভী। তিনি মহাবীর জৈনের ৯৮০ বছর পরের ব্যক্তিত্ব। সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর সময়কাল পঞ্চম শতাব্দীতে মানা হয়। এটি প্রমাণ করে শ্রীমদ্ভাগবতম্ একাদশ শতাব্দীর বোপদেব রচিত নয়। বরং ইহা শংকরাচার্যের বহু পূর্ববর্তী।

২.৫) চাণক্য নীতিতে শ্রীমদ্ভাগবতম্:

খ্রিস্টপূর্ব ৩ অব্দের চাণক্য নীতিশাস্ত্রের ২১৭-১৮ তে ভাগবতের ১০।৪৭।৭-৮ শ্লোকদুটি নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব কালেও শ্রীমদ্ভাগবতম্ একটি জনপ্রিয় শাস্ত্ররূপে পরিগণিত।

২.৬) অন্যান্য প্রচুর গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ:

যে যে প্রসিদ্ধ গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতমের নাম আছে তাদের নাম দেওয়া হল :

১। গৌরীতন্ত্র ২ পটল,

২। পদ্মপুরাণ,

৩। গরুড় পুরাণ,

৪। নারদীয় পুরাণ,

৫। মৎস্য পুরাণ,

৬। স্কন্দপুরাণ,

৭। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ,

৮। তত্ত্বপ্রকাশিকা,

৯। তাৎপর্য চন্দ্রিকা,

১০। নিগমবোধ মীমাংসা,

১১। ক্ষীরনিধি,

১২। সদাচার বৃহস্পতি ব্যাখ্যা,

১৩। স্মৃতি কৌস্তভ,

১৪। স্মৃত্যর্থ সাগর,

১৫। নির্ণয় রত্ন,

১৬। বিদ্যারণ্য মুনিকৃত জীবন্মুক্তি প্রকরণ,

১৭। হেমাদ্রি কৃত ব্রতখণ্ড ও দানখণ্ড,

১৮। নির্ণয় সিন্ধু,

১৯। ভট্টোজি দীক্ষিত কৃত পূজা প্রকরণ,

২০। নাগোজি ভট্ট কৃত আহ্নিক শেখর,

২১। সংস্কার কৌস্তভ,

২২। মথুরাসেতু,

২৩। শ্রাদ্ধ ময়ূখ,

২৪। ব্যবহার ময়ূখ,

২৫। কাল দিনকর,

২৬। বিধান পারিজাত,

২৭। ভোজন প্রকরণ,

২৮। প্রয়োগ পারিজাত,

২৯। আচার রত্ন,

৩০। সংবৎসর প্রদীপ,

৩১। কলিধর্ম প্রকরণ,

৩২। অদ্বৈতানন্দ সাগর,

৩৩। কালনির্ণয়,

৩৪। কালনির্ণয় দীপিকা,

৩৫। কালনির্ণয় বিবরণ,

৩৬। শংকরাচার্য কৃত বিষ্ণুসহস্রনাম ভাষ্য ও সর্ববেদান্তসারসংগ্রহ গ্রন্থে,

৩৭। গৌড়পাদকৃত পঞ্চীকরণ ব্যাখ্যা,

৩৮। নন্দমিশ্র কৃত গোবিন্দাষ্টক,

৩৯। রামায়ণ চতুর্দশ মত বিবেক,

৪০। চন্দ্রিকা,

৪১। রামতাপনী ব্যাখ্যা,

৪২। বল্লভাচার্য নিবন্ধ,

৪৩। উৎসব প্রতান,

৪৪। শুদ্ধাদ্বৈত মার্তণ্ড,

৪৫। বিদ্বন্মণ্ডল,

৪৬। পুরুষো মহারাজ কৃত সুবর্ণ সূত্র,

৪৭। নিম্বার্কীয়,

৪৮। স্বমত নির্ণয় সিন্ধু,

৪৯) হরিভক্তিবিলাস,

৫০) রামানুজীয় ও তৎকৃত সারসংগ্রহ,

৫১) অপ্পয়দীক্ষিত কৃত শিবতত্ত্ব বিবেক,

৫২) বাচস্পতি কৃত ভক্তি প্রকাশ,

৫৩) অদ্বৈতসিদ্ধিকার কৃত ভক্তিরসায়ন,

৫৪) নামকৌমুদী,

৫৫) সচ্চরিত মীমাংসা,

৫৬) ভক্তি রত্নাবলী,

৫৭) ক্ষেমেন্দ্র প্রকাশ,

ইত্যাদি আরো বহু গ্রন্থ।

৩) শ্রীমদ্ভাগবতমের টীকা :

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আচার্য ভাগবতটীকা রচনা করেছেন। একমাত্র "শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা" ছাড়া আর কোন গ্রন্থের এত টীকা নেই। এটিই প্রমাণ করে পণ্ডিতমহলে শ্রীমদ্ভাগবতম্ প্রচুর আদৃত এবং জনপ্রিয়। এই বিষয়ে বিস্তারিত তালিকা পরিশিষ্ট অংশে দেওয়া হয়েছে। আগ্রহীগণ সেখানে দেখতে পারেন। নীচে শ্রীমদ্ভাগবতমের বিভিন্ন টীকার সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হল :
হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রভুক্ত তন্ত্রভাগবত সম্ভবতঃ শ্রীমদ্ভাগবতমের প্রাচীনতম টীকা যা এখনো বর্তমান। এছাড়াও,

- শ্রীধর স্বামী- "ভাবার্থ দীপিকা"
- সুদর্শন সূরি- "শুকপক্ষীয়ম্"
- বীররাঘব- ভাগবত চন্দ্রিকা
- বিজয়ধ্বজ- পদরত্নাবলী
- বল্লভাচার্য- সুবোধিনী
- শুকদেবাচার্য- সিদ্ধান্ত প্রদীপ
- জীব গোস্বামী- ক্রম সন্দর্ভ
- মধ্বাচার্য- ভাগবত তাৎপর্য নির্ণয়
- বিশ্বনাথ চক্রবর্তী- সারার্থ দর্শিনী
- বলদেব বিদ্যাভূষণ- বৈষ্ণবানন্দিনী
- বংশীধর- ভাবার্থ দীপিকা প্রকাশ
- শ্রীনাথ চক্রবর্তী- চৈতন্যমত মঞ্জুষা
- হুলারিনারায়ণাচার্য- ভাগবত তাৎপর্য টিপ্পনী
- সত্যাভিনয়াবর্তী- দুর্ঘট ভাবদীপিকা
- পণ্ডারী নারায়ণাচার্য- দুর্ঘটোদ্ধার
- প্রভুচরণ- শ্রীটিপ্পনী
- পুরুষোত্তম চরণ- সুবোধিনী প্রকাশ
- বল্লভ মহারাজ- সুবোধিনী লেখ
- দীক্ষিত লালু ভট্ট- সুবোধিনী যোজনা
- ভগবদীয় নির্ভয় রামভট্ট- সুবোধিনী কারিকা ব্যাখ্যা
- গঙ্গাসহায়- অন্বিতার্থ প্রকাশিকা
- গোপাল আনন্দ মুনি- নিগূঢ়ার্থ প্রকাশ ব্যাখ্যানম্
- ভগবৎ প্রসাদ আচার্য- ভক্ত মনোরঞ্জনী
- হরিশৌরী- ভক্তিরসায়ন
- গিরিধারী লাল গোস্বামী- বালপ্রবোধিনী

এছাড়াও অন্য অনেক ভাগবতটীকা আছে- যেমন: হনুমদ্ভাষ্য, বাসনাভাষ্য, সম্বন্ধোক্তি, বিদ্বৎকামধেনু, তত্ত্বদীপিকা, পরমহংসপ্রিয়া, কর্দমক্ষম, শুকহৃদয়, বংশীধারী, চুর্ণিকা ইত্যাদি।

<u>শ্রীধর স্বামী পাদের ভাগবত টীকা</u> :

শ্রীধর স্বামী (চতুর্দশ শতক) তাঁর ভাগবত টীকা ভাবার্থ দীপিকার শুরুতে বলেছেন:
"***অতএব ভাগবতনামান্য দিত্যপিনা চৈকনেমং***"

(ভাবার্থ দীপিকা, ১।১।১) - অতএব ভাগবত নামে এই একটিই গ্রন্থ রয়েছে, এছাড়া আর কোন গ্রন্থ নেই। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই টীকার সমাদর করেছেন।

হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে শাস্ত্রবিভাগ অধ্যায়ে "তন্ত্র ভাগবত" কে শ্রীমদ্ভাগবতমের ভাবানুবাদ বলা হয়েছে - এটি শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ বলেছেন।

এছাড়াও মুক্তাফল, হরিলীলা, ভক্তিরত্নাবলী ইত্যাদি বহু প্রবন্ধ আছে, যা বহু বিখ্যাত দার্শনিক দ্বারা রচিত।

"ভাগবতটীকাকার" নামক একটি গ্রন্থ ১৯৭৬ সালে রাজ্যশ্রী প্রকাশন, দলপৎ স্ট্রিট, মথুরা থেকে প্রকাশিত হয়। লেখক ডঃ বাসুদেব কৃষ্ণ চতুর্বেদী। এই গ্রন্থে তিনি ভাগবতমের **৯৩** জন টীকাকারের তালিকা প্রকাশ করেছেন। অন্য একটি গ্রন্থ, "ভাগবত পরিচয়", লেখক সুদর্শন সিংচক্র, শ্রীকৃষ্ণজন্ম সেবা সংস্থান, মথুরা, ১৯৭৭। এখানে ১৭৩ টি ভাগবত টীকার তালিকা রয়েছে।

পরিশিষ্টে আমরা ভাগবতের বহু টীকাকারের নাম উল্লেখ করেছি।

---

৪) শ্রীমদ্ভাগবতম্ সংক্রান্ত সমস্ত সংশয়ের উত্তর:

প্রশ্ন ৪.১:- "শ্রীমদ্ভাগবতম্ অষ্টাদশ পুরাণের পরে রচিত তাই অর্বাচীন"-এই মত খন্ডন:

পূর্বপক্ষ: "অষ্টাদশপুরাণানাম শ্রবণাদ যৎ ফলম ভবেৎ।

তৎ ফলম সমভাপ্নোতি বিষ্ণো নাত্র সংশয়ঃ।।"

মহাভারত ১৮/০৬/৯৭

অনুবাদ:-

অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণ করলে যে ফল লাভ হয় এই মহাভারত শ্রবণ করলে সেই ফল ও বিষ্ণুপদ লাভ হয়।

কিছু ব্যক্তি মহাভারতের এই শ্লোকটি তুলে প্রশ্ন করে,

ব্যাসদেব অষ্টাদশপুরাণ রচনা করে তারপর মহাভারত রচনা করেন। আবার ভাগবতেই বলা আছে মহাভারত রচনার পরেও ব্যাসদেবের চিত্ত প্রসন্ন না হওয়ায় তিনি নারদের উপদেশে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন তাই শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত নয়। দেবী ভাগবতই অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত। শ্রীমদ্ভাগবতম্ ঊনবিংশতম পুরাণ বা উপপুরাণ।

সিদ্ধান্ত:

এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তর এই যে, মহাভারতে ১৮।০৬।৯৭ শ্লোকটি **বৈশম্পায়ন বলেছেন পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়কে।** জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে উপস্থিত হয়ে বৈশম্পায়ন মহাভারত কথা কীর্তন করেছিলেন। সবশেষে "মহাভারত মাহাত্ম্য" প্রসঙ্গে জনমেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করলে বৈশম্পায়ন এই শ্লোকটি বলেন। মনে রাখতে হবে, জনমেজয় পরীক্ষিতের পুত্র। অর্থাৎ, জনমেজয়ের মহাভারত শ্রবণের বহু আগেই পরীক্ষিৎ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতম্ শ্রবণ করেছিলেন। তাই **এই শ্লোকের সাথে শ্রীমদ্ভাগবতমের কোন বিরোধ নেই।** মূর্খ ভাগবতদ্বেষীগণ ভ্রান্তভাবে এইসকল অপপ্রচার করে থাকে। এই শ্লোকে কোথাও বলা হয়নি যে, মহাভারত রচনার পর যা কিছু রচিত হবে, তা সবই হবে অপ্রামাণিক। কারণ বহু পুরাণই মহাভারতের পর রচিত হয়েছে। তাই এইরূপ কুযুক্তি গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই শ্লোকে কেবল বলা হয়েছে অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণের ফল মহাভারত শ্রবণ করলেই প্রাপ্ত হয়। এই সহজবোধ্য কথাটিকে অনর্থক জটিল করে পূর্বপক্ষবাদী আকাশকুসুম কল্পনা করেছেন।

অনেকে বলেন, ব্যাসদেব কৃষ্ণলীলা বর্ণনা মূলক খিল হরিবংশ রচনা করেছেন তাই আলাদা করে শ্রীমদ্ভাগবত রচনার প্রয়োজন কি?

এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তর এই যে, বহু পুরাণেই শিবের বিবাহের কথা রয়েছে। তাই কোন গ্রন্থে কোন বিষয়ের পুনরুক্তি থাকা মানে তা অপ্রামাণিক হয়ে পড়ে না। এছাড়াও শ্রীমদ্ভাগবতমে কৃষ্ণের মৃৎভক্ষণ লীলা, বস্ত্রহরণ লীলা ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে, যা অন্যত্র আলোচিত হয়নি। ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতমে মূলতঃ ভাগবতধর্ম বা শুদ্ধা ভক্তিই বর্ণনা করেছেন।

"কিং বা **ভাগবতা ধর্মা** ন প্রায়েণ নিরূপিতাঃ।
প্রিয়াঃ পরমহংসানাং ত এব হ্যচ্যুতপ্রিয়াঃ।।"

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১।৪।৩১) - অর্থাৎ, (ভগবান ব্যাস চিন্তা করছেন) আমি যে বিশেষভাবে ভাগবতধর্ম বর্ণনা করি নি, যা ভগবান অচ্যুত এবং পরমহংসদের প্রিয়, তাই আমার এই অসন্তোষের কারণ।

অনেকে বলেন, মহাভারতের পরে যদি শ্রীমদ্ভাগবতম্ রচিত হয়, তবে তা কিভাবে অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে গণিত হতে পারে, কারণ মহাভারত অষ্টাদশ পুরাণের পরেই রচিত হয়েছিল।

সিদ্ধান্ত:-

এই বিষয়ে শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ **সিদ্ধান্ত দর্পণ** গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। (আমরা পরিশিষ্ট অংশে তা দিয়েছি। আগ্রহী পাঠক পড়তে পারেন।এখানে সংক্ষেপে বলছি।)
ভগবান নারায়ণ প্রথমে ব্রহ্মাকে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, ব্রহ্মা তা নারদজীকে বলেন। তা **ব্যাসদেব সংক্ষিপ্ত আকারে ভক্তি বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন।** এরপর ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন। তাতেও অন্তরে সন্তুষ্টি লাভ না করে নারদের উপদেশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি নির্দেশ করে সেই ভাগবত ই পুনরায় ক্রমবিধান করে সংশোধন করেন। ভাগবতে ও তাই বলা হয়েছে
"*স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বা অনুক্রম্য চাত্মজম্।*" (ভাঃ ১.৭.৮)-কৃত্বা অর্থাৎ প্রণয়ন করে অনুক্রম্য ক্রমানুসারে সজ্জিত করেন। আত্মজ অর্থাৎ শুকদেবকে অধ্যয়ন করান।
যদি বল, আগে রচিত ভাগবতই অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত ও প্রামাণিক, পরবর্তী কালে রচিত অংশ নয়। তাহলে মার্কণ্ডেয়, অগ্নিপুরাণ ইত্যাদি অনেক পুরাণই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে থেকে বাদ হয়ে যায়।
কারণ মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে "হে ভগবন্ ! মহাভারত আখ্যান মহাত্মা ব্যাসদেব কর্তৃক রচিত হয়েছে, এই অমৃতময় কথা নানাবিধ আখ্যান পূর্ণ। এই মহাভারত বহু বিস্তৃত ও এর বহু অর্থ সম্পন্ন। ভগবন! এই ভারত তত্ত্বকে জানার ইচ্ছায় আমি আপনার কাছে এসেছি।" এরকম ভাবে জৈমিনি চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। যার উত্তরে মার্কণ্ডেয় পুরাণ কথা আরম্ভ হয়েছে।

मार्कण्डेयपुराण
भाषाटीका सहित

पहला अध्याय

অগ্নি পুরাণে সুত বলছেন "সমস্ত পুরাণের সার বলব গীতার সার বলব।" অর্থাৎ অগ্নিপুরাণ ও অষ্টাদশপুরাণ ও মহাভারতের পরে রচিত।

শ্রী জীবগোস্বামীপাদ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর সারার্থ দর্শিনী ১/৭/৮ এ আলোচনা করেছেন যে মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্বে রচিত হলেও পরীক্ষিতের পুত্র জন্মেজয়ের সভায় ব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়ণ দ্বারা প্রচারিত হয়। বেদব্যাস প্রথমে চব্বিশ হাজার শ্লোক এ মহাভারত প্রকাশ করেন। তারপর শ্রীমদ্ভাগবতম রচিত হয়। তার পরে ব্যাসদেব মহাভারতের সমস্ত পর্বের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত স্বরূপ অনুক্রমণিকা রচনা করেন। পরে তিনি পুনরায় ষাটলক্ষ শ্লোক যুক্ত মহাভারত সংশোধিত ও বিবর্ধিত করেন। যা তার শিষ্য বৈশম্পায়ণ জন্মেজয়ের সভায় লক্ষশ্লোক রূপে প্রকাশ করেন।

চতুর্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতসংহিতাম্। ৬৪

....

ইদং দ্বৈপায়নঃ পূর্বং পুত্রমধ্যাপয়চ্ছুকম্।

ততোঽন্যেভ্যোঽনুরূপেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ প্রভুঃ।। ৬৬

অনুবাদ : –

বেদব্যাস উপাখ্যান ভাগ পরিত্যাগ করে চব্বিশ হাজার শ্লোকে মহাভারত গ্রন্থ রচনা করেছেন। মহাভারত পড়িয়েছিলেন। তারপর তা অন্যান্য শিষ্যদের ও পড়িয়ে ছিলেন।

মহাভারত আদি পর্ব ১ম অধ্যায় ৬৪-৬৬ শ্লোক

ষষ্টিং শতসহস্রাণি চকারান্যাং স সংহিতাম্।

....

অস্মিংস্তু মানুষে লোকে বৈশম্পায়ন উক্তবান্।

শিষ্যো ব্যাসস্য ধর্মাত্মা সর্ববেদবিদাং বরঃ।।

অনুবাদ : –

বেদব্যাস ষষ্টিলক্ষ শ্লোকে আর একখানি মহাভারত রচনা করেন, ব্যাস শিষ্য সমস্ত বেদবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা বৈশম্পায়ন মুনি এই মনুষ্যলোকে এক লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত বলেছেন।

তাই বৈশম্পায়ন বলছেন,অষ্টাদশ পুরাণ শ্রবণে যে ফল লাভ হয় এই মহাভারত শ্রবণে সেই ফল লাভ হয়।

পূর্বপক্ষের যুক্তি যদি মেনে নেওয়া হয়, তবে মহাভারতও অর্বাচীন। কারণ সেখানে বৈশম্পায়নের বাণীও রয়েছে। কিন্তু সেটি হবে মূর্খতা।

প্রশ্ন ৪.২:- শঙ্করাচার্য্য শ্রীমদভাগবতমের প্রামাণিকতা স্বীকার করেননি। তিনি ভাগবতের কোন ভাষ্য রচনা করেননি।

সিদ্ধান্ত:-

১) আচার্য্য শঙ্করেরবহু পূর্বেই চিৎসুখাচার্য্য, হনুমৎমুনি ভাগবতের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। টীকাকারগণ এই সব ভাষ্যকার দের থেকে উদ্ধৃতি করেছেন। হনুমদ্ভাষ্য, বাসনাভাষ্য, ইত্যাদি শঙ্করাচার্য্যের ও পূর্বে রচিত।

২) শঙ্করাচার্য্য রচিত গোবিন্দাষ্টকে ভাগবতে বর্ণিত কৃষ্ণ লীলা সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে যেমন শ্রীকৃষ্ণের মৃদভক্ষণ লীলা, মাখনচুরিলীলা, গোবর্ধনধারণলীলা, রাসলীলা, বস্ত্রহরণ লীলা, কালীয়দমনলীলা, ইত্যাদি।

"শ্রীগোবিন্দাষ্টকং"

সত্যং জ্ঞানমনন্তং নিত্যমনাকাশং পরমাকাশং গোষ্ঠপ্রাঙ্গণরিঙ্খণলোলমনায়াসং পরমায়াসম্ ।

মায়াকল্পিতনানাকারমনাকারং ভুবনাকারং

ক্ষ্মায়া নাথমনাথং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥১॥

মৃৎস্নামৎসীহেতি যশোদাতাড়নশৈশব সন্ত্রাসং

ব্যাদিতবক্ত্রালোকিতলোকালোকচতুর্দশলোকালিম্।

লোকত্রয়পুরমূলস্তম্ভং লোকালোকমনালোকং

লোকেশং পরমেশং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্। ২।

ত্রৈবিষ্টপরিপুবীরঘ্নং ক্ষিতিভারঘ্নং ভবরোগঘ্নং

কৈবল্যং নবনীতাহারমনাহারং ভুবনাহারম্ ।

বৈমল্যস্ফুটচেতোবৃত্তিবিশেষাভাসমনাভাসং

শৈবং কেবলশান্তং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৩॥

গোপালং প্রভুলীলাবিগ্রহগোপালং কুলগোপালং

গোপীখেলনগোবর্ধনধৃতিলীলালালিতগোপালম্ ।

গোভির্নিগদিত গোবিন্দস্ফুটনামানং বহুনামানং

গোপীগোচরপথিকং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৪॥

গোপীমণ্ডলগোষ্ঠীভেদং ভেদাবস্থমভেদাভং

শশ্বদ্গোখুরনির্ধূতোদ্ধতধূলীধূসরসৌভাগ্যম্ ।

শ্রদ্ধাভক্তিগৃহীতানন্দমচিন্ত্যং চিন্তিতসদ্ভাবং

চিন্তামণিমহিমানং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৫॥

মানব্যাকুলযোশিদ্বস্ত্রমুপাদায়াগমুপারূঢ়ং
ব্যাদিৎসন্তিরথ দিগ্বস্ত্রা হ্যাপুদাতুমুপাকর্ষন্তম্ ।
নির্ধূতদ্বয়শোকবিমোহং বুদ্ধং বুদ্ধেরন্তস্থং
সত্তামাত্রশরীরং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৬॥

কান্তং কারণকারণমাদিমনাদিং কালমনাভাসং
কালিন্দীগতকালিয়শিরসি মুহুর্নৃত্যন্তং নৃত্যন্তম্ ।
কালং কালকলাতীতং কলিতাশেষং কলিদোষঘ্নং
কালত্রয়গতিহেতুং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৭॥

বৃন্দাবনভুবি বৃন্দারকগণবৃন্দারাধ্যং বন্দেহহং
কুন্দাভামলমন্দস্মেরসুধানন্দং সুহৃদানন্দম্ ।
বন্দ্যাশেষমহামুনিমানসবন্দ্যানন্দপদদ্বন্দ্বং
বন্দ্যাশেষগুণাব্ধিং প্রণমত গোবিন্দং পরমানন্দম্ ॥ ৮॥

গোবিন্দাষ্টকমেতদধীতে গোবিন্দার্পিতচেতা যো
গোবিন্দাচ্যুত মাধব বিষ্ণো গোকুলনায়ক কৃষ্ণেতি।
গোবিন্দাঙ্ঘ্রিসরোজধ্যানসুধাজলধৌতসমস্তাঘো
গোবিন্দং পরমানন্দামৃতমন্তঃস্থং স তমভ্যেতি ॥

॥ ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্যবিরচিতং শ্রীগোবিন্দাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

৩) শ্রী শঙ্করাচার্য্য রচিত প্রবোধ সুধাকরে শ্লোক ২২২ এ
"কাপি কৃষ্ণায়ন্তী কস্যাশ্চিৎ পুতনায়ন্ত্যাঃ।
অপিবৎ স্তনমিতি সাক্ষাদ্ ব্যাসো নারায়ণঃ প্রাহ।।"
অনুবাদ:- সাক্ষাৎ নারায়ণ ভগবান ব্যাসদেব ও বলেছেন কোনগোপী কৃষ্ণ হয়ে পুতনা হওয়া কোনো গোপীর স্তন পান করছিলেন।

ভাগবতের "কস্যাশ্চিৎ পুতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্যপিবৎ স্তনম" শ্লোক (ভাঃ ১০/ অনুসরনেই তা তিনি লিখেছেন। তাই তিনি ভাগবত সম্পর্কে জানতেন তা সুস্পষ্ট।

दुःसहविरहभ्रान्त्या स्वपतीन्ददृशुस्तरूञ्चरांश्च पशून् ।
हरिरयमिति सुप्रीताः सरभसमालिङ्गयाञ्चक्रुः ॥२२१॥

दुःसह विरह-व्यथाके कारण उत्पन्न हुए भ्रमसे अपने पति, वृक्ष, मनुष्य और पशु आदिको भी 'ये हरि ही हैं' ऐसा जानकर वे प्रेमविभोर होकर अति वेगसे आलिङ्गन कर लेती थीं ।

कापि च कृष्णायन्ती कस्याश्चित्पूतनायन्त्याः ।
अपिबत्स्तनमिति साक्षाद्व्यासो नारायणः प्राह ॥२२२॥

साक्षात् नारायण भगवान् व्यासने भी कहा है कि कोई गोपी कृष्ण बनकर पूतना बनी हुई दूसरी गोपीका स्तन-पान करती थी ।

तस्मान्निजनिजदयितान्कृष्णाकारान्व्रजस्त्रियो वीक्ष्य ।
स्वपरनृपतिपत्नीनामन्तर्यामी हरिः साक्षात् ॥२२३॥

अतः यह सिद्ध होता है कि व्रजबालाएँ अपने-अपने पतियोंको कृष्णरूप देखकर उन्हींको आलिङ्गन करती थीं और यह समझती थीं कि यह श्रीकृष्ण ही अपने-पराये समस्त मानव पति-पत्नियोंके साक्षात् अन्तर्यामी हैं ।

परमार्थतो विचारे गुडतन्मधुरत्वदृष्टान्तात् ।
नश्वरमपि नरदेहं परमात्माकारतां याति ॥२२४॥

Source: Prabodh sudhakar by Adi Shankaracharya, page 63, published by Gita press, yr of publish 1988

কেউ বলতে পারেন ভাগবত ছাড়া বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশেও তো শ্রীকৃষ্ণ লীলা রয়েছে। আচার্য্য শঙ্কর সেগুলির থেকেই কৃষ্ণলীলার উল্লেখ করেছেন।

এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তর এই যে, আচার্য্য শঙ্কর প্রবোধসুধাকর ও গোবিন্দাষ্টকে যে বস্ত্রহরণলীলা, মৃদভক্ষণলীলার উল্লেখ করেছেন তা কেবল মাত্র ভাগবতেই আছে বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশে নেই। কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র তো এগুলি মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশে নেই তাই প্রক্ষিপ্ত বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, তা প্রক্ষিপ্ত কিনা তা আলোচনার অবসর এখানে নেই তবে আচার্যশঙ্করের গ্রন্থে উল্লেখ থেকে প্রমাণ হয় তাঁর সময়ের বহু পূর্বেই ভাগবত জনপ্রিয় ছিল।

৪) আচার্য শঙ্কর "ন চ কর্ত্তুঃ করণম্" ২.২.৩৭ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে ভাগবত মত খণ্ডন করেছেন। ভাগবত মত অনুসারে চতুর্ব্যূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে সঙ্কর্ষণ থেকে প্রদ্যুম্ন ও তাঁর থেকে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়েছে, এই মত সম্পর্কে তিনি "শারীরক ভাষ্যে" আলোচনা করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় আচার্য শঙ্করের সময় ও ভাগবতের যথেষ্ট প্রভাব ছিল ও তিনি ভাগবত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জানতেন। যদিও শ্রীরামানুজ তাঁর শ্রীভাষ্যে শঙ্করের এই ব্যাখ্যা খণ্ডন করেছেন।

মূল শঙ্কর ভাষ্য –" ইত চাসংগতৈষা কল্পনা– যস্মান্ন হি লোকে কর্তুর্দেবদত্তাদেঃ করণং পরশ্বাদ্যুৎপদ্যমানং দৃশ্যতে, **বর্ণয়ন্তি চ ভাগবতাঃ** কর্তুর্জীবাৎসংকর্ষণসংজ্ঞকাৎকরণং মনঃ প্রদ্যুম্নসংজ্ঞকমুৎপদ্যতে, কর্তৃজাচ্চ তস্মাদনিরুদ্ধসংজ্ঞকোঽহঙ্কার উৎপদ্যত ইতি, ন চৈতদ্দৃষ্টান্তমন্তরেণাধ্যবসাতুং শক্নুমঃ, ন চৈবংভূতাং শ্রুতিমুপলভামহে।।"

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে–

"যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্।
যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তংতন্মহদাত্মকম্।।
সহস্রশিরসং সাক্ষাদ্যমনন্তং প্রচক্ষতে।
সঙ্কর্ষণাখ্যং পুরুষং ভূতেন্দ্রিয় মনোময়ম্।।
বৈকারিকাদ্ বিকুর্বাণান্মনস্তত্ত্বমজায়ত।
যৎ সঙ্কল্প বিকল্পাভ্যাং বর্ততে কামসম্ভবঃ।।
যদ্বিদুর্হ্যনিরুদ্ধাখ্যং হৃষীকাণামধীশ্বরম্।
বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নঃ পুরুষঃ স্বয়ম্।
অনিরুদ্ধ ইতি ব্রহ্মন্ মূর্তিব্যূহোঽভিধীয়তে।।"

II. ii. 44] BRAHMA - SŪTRA - BHĀṢYA

has any origin, it will be subject to such defects as being impermanent and so on. Owing to this drawback, liberation, consisting in attaining God, will not be possible for the soul, for an effect gets completely destroyed on reaching back to its source. The teacher (Vyāsa) will deny any origin for the individual soul in the aphorism, "The individual soul has no origin, because the Vedic texts do not mention this and because the soul is known from them to be eternal" (II. iii. 17). Accordingly this assumption is unjustifiable.

न च कर्तुः करणम् ॥४३॥

च And न not कर्तुः from an agent (originates) करणम् an implement.

43. And (this view is wrong because) an implement cannot originate from its agent (who wields it).

That (Bhāgavata) assumption is wrong for this additional reason that in the world it is never seen that such implements as an axe etc. originate from the agent of the action (of cutting etc.), say for instance Devadatta. But the Bhāgavatas describe this thus: From the individual soul, called Saṁkarṣaṇa, who is the agent, originates the instrument mind, called Pradyumna; and from the mind, originating from the agent, emerges egoism, called Aniruddha. We cannot, however, comprehend this in the absence of any confirming parallel illustration, nor do we come across any such Vedic text.

विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ॥४४॥

वा Alternatively विज्ञान-आदि-भावे (even) on the (assumption of the) possession of knowledge etc. तद्-अप्रतिषेधः there is no remedy of that defect.

44. Alternatively even if (it be assumed that Vāsudeva and others are) possessed of knowledge, (majesty, etc.), still the defect cannot be remedied.

Source: Brahma sutra Shankar vashya, translation by Gambhirananda swami.

৫) শঙ্করাচার্য বিষ্ণুসহস্রনামের ভাষ্যে ও ভাগবত এর শ্লোক উল্লেখ করেছেন।
সর্ববেদান্তসিদ্ধান্ত সংগ্রহ গ্রন্থে আচার্য্য শঙ্কর ভাগবতে কৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদে অবধূত বর্ণিত মার্গের কথা উল্লেখ করেছেন।

वेदान्तपक्षः   ६३

ज्ञातृत्वं समानश्च श्रोत्रं शब्दश्च वाक् स्वना ।
एकैकं तूद्भवभूतेभ्य पञ्च पञ्चान्तरे गुणा ॥ ९५ ॥
अस्थि चर्म तथा मांसं नाडीरोमाणि भूगुणा ।
मूत्रं श्लेष्मा तथा रक्तं शुक्रं मज्जा जलाद्गुणा ॥ ९६ ॥
निद्रा तृष्णा क्षुधा क्षेपा मैथुनालस्यदर्शिना ।
धावनादानप्रसारौ हि चालोत्क्षेपाकुञ्चने ॥ ९७ ॥
कामक्रोधौ लोभभये मोहो व्योमगुणास्तथा ।
उक्तोऽवधूतमार्गश्च कृष्णेनैवोद्धवं प्रति ॥ ९८ ॥
श्रीभागवतसंज्ञे तु पुराणे दृश्यते हि सः ।
सर्वदर्शनसिद्धान्तान्वेदान्तान्ताननेमान् क्रमात् ।
श्रुत्वार्थविशुद्धचित्तः तत्त्वतः पण्डितो भुवि ॥ ९९ ॥

इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिते सर्वदर्शनसिद्धान्तसङ्ग्रहे वेदान्तपक्षो नाम द्वादशप्रकरणम् ॥

इति सर्वदर्शनसिद्धान्तसङ्ग्रहः समाप्तः ॥

१ [illegible]

Source:- Sarva vedanta siddhanta sara sangraha by Adi Shankaracharya page
Edition published by year

৬) এছাড়াও আচার্য শঙ্কর গীতা মাহাত্ম্য এর ৯ম শ্লোকে ভাগবতের ১২.১৩.১ থেকে উদ্ধৃত করেছেন।

এইসব প্রমাণ করে যে, আচার্যশংকরের সময় ভাগবত বহুল প্রচলিত ছিল।

প্রশ্ন ৪.৩: আচার্য্য রামানুজ কেন শ্রীমদ্ভাগবত এর কোনো ভাষ্য রচনা করেননি, বা শ্রীমদ্ভাগবত থেকে কোন শ্লোক তার গ্রন্থে উদ্ধার করেননি?

সিদ্ধান্ত:

১) ভাগবতে যে দ্বৈতবাদের কথা বলা হয়েছে তা হল ভগবান শক্তিমান। কিন্তু মায়া, জীব ও জগত হল তাঁর শক্তি।

কিন্তু রামানুজ পাঞ্চরাত্রিক মতের সমর্থক; যাতে "শরীর শরীরীবাদ" বলা হয়েছে। ভগবান হলেন জীব ও জগতের শরীরী। জীব ও জগত হল তাঁর শরীর। তাই তাঁর পক্ষে পাঞ্চরাত্রিক মত সমর্থক বিষ্ণুপুরাণ থেকে প্রমাণ দেওয়াই স্বাভাবিক।

২) শ্রী রামানুজের পূর্বে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর আলোয়ার দের রচনায় ভাগবতের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। অণ্ডাল রচিত "তিরুপ্পাবাই" গ্রন্থে গোপীদের সাথে কৃষ্ণলীলার বর্ণনা আছে।

৩) আচার্য শঙ্কর যেসব প্রমাণ উল্লেখ করে ভাষ্য সমূহ রচনা করেছিলেন রামানুজাচার্য্য ও সেইসব প্রমাণ উল্লেখ করে ব্রহ্মসূত্রের অদ্বৈত ভাষ্য খণ্ডন করে বিশিষ্টাদ্বৈত ভাষ্য করেছেন। পূর্বপক্ষের কাছে যা প্রামানিক তা ব্যাখ্যা করে পূর্বপক্ষ খণ্ডন বেশী আকর্ষণীয়। তাই শঙ্করাচার্য্য যেসব উপনিষদ উদ্ধৃত করেছেন রামানুজাচার্য্য ও সেই উপনিষদ গুলির দ্বারাই তার মত খণ্ডন করেছেন। শ্রীভাষ্যের টীকায় শ্রুত প্রকাশিকাকার বলেছেন-

"এবং প্রসিদ্ধ্যাতিশয়জনকসজাতীয়প্রবন্ধাতিশয়ত্বাৎ, অত এব নষ্টকোশত্বাভাবাৎ, অতিবিস্তৃততয়া প্রক্ষেপশঙ্কারহিতত্বাৎ, অন্যাপরোক্তিসিদ্ধপরিগ্রহাতিশয়বত্ত্বাৎ, সামান্যপ্রশ্নপূর্বপ্রতিবচনরূপত্বেন অন্যপ্রশ্নমূলত্বাৎ, অত এব ইদৃশবৈলক্ষণ্যরহিত, করণদোষ, বাধকপ্রত্যয় স্বব্যাহতিমৎপ্রবন্ধান্তরাণাং এতদ্বিরোধে সতি দৌর্বল্যসাবর্ত্তনীয়ত্বাচ্চ শ্রীমদ্বৈষ্ণবং ইদং পুরাণং প্রমাণতমম্।"

৪) আচার্য্য রামানুজের এক শতাব্দী পরেই শ্রীভাষ্যের টিকাকার সুদর্শন সুরী **শুকপক্ষীয়** নামে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টিকা রচনা করেছেন।

৫) আচার্য্য রামানুজের সমসাময়িক ১০ম শতাব্দীর প্রত্যাভিজ্ঞ সম্প্রদায়ের কাশ্মীরি শৈবাচার্য্য অভিনব গুপ্ত তাঁর গীতা ভাষ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় শ্রীরামানুজাচার্য্যের সময়েও ভাগবত এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে কাশ্মীরি শৈবাচার্য্য তা থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। যথা যা শ্রীমদ্ভাগবতে—

নিদ্রয়া ভাঃ ২.১.৩-৪

পুনরায় তিনি বলেছেন "*অত্রৈব একাদশ স্কন্ধে আত্মহত্যাশব্দবাচ্যো নির্দিষ্টো ভগবতা, যথা- নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং ভাঃ ১১.২০.১৭*"

५९४ [illegible] [अध्यायः १४

सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ।
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥
रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत ।
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १० ॥

[illegible]

Source: Gitartha Sangraha by Avinaba gupta, Nirnay sagar press mumbai, page 594

এছাড়া অভিনব গুপ্ত আরেকটি স্থানে উল্লেখ করেছেন-
গজেন্দ্রমোক্ষণাদীনি হি চরিতানি পরম কারুণিকস্য ভগবতঃ সহস্রশঃ শ্রূয়ন্তে।।
তিনি যে ভাগবতের ৮.৩.৩০ শ্লোক দ্বারা প্রভাবিত হয়েই লিখেছেন তা বোঝা যায়।
এবং গজেন্দ্রমুপবর্ণিতনির্বিশেষং

প্রশ্ন ৪.৪: ভাগবত কী বোপদেব রচিত ?

সিদ্ধান্ত :

বোপদেবের বহু পূর্বের পণ্ডিতেরা নিজ নিজ গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতমের কথা বলেছেন। তাই বোপদেব ভাগবত রচনা করেননি।বোপদেব ভাগবতের টীকা রচনা করেছিলেন।

"*প্রবাদো বোপদেবীয়ো বন্ধ্যাপুত্রায়তেতরাং*"- শ্রীমদ্ভাগবতম্ কে বোপদেবকৃত বলা আর বন্ধ্যার পুত্র বলা সমান।

শ্রীরামদাস সেন মহাশয় তাঁর "বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত" গ্রন্থে লিখেছেন : "*আমরা গৌড়ামির পক্ষপাতী নহি, কতকগুলি লেখক কেবল* ***বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ করিবার জন্য অসার ও অযৌক্তিক তর্ক উত্থাপন করিয়া ভাগবতপুরাণ বোপদেবরচিত বলিতে সাহসী হইয়াছেন।***"

প্রশ্ন ৪.৫) শ্রীমদ্ভাগবতমের শ্লোকসংখ্যা ১৮ হাজার অপেক্ষা কম কেন ?

সিদ্ধান্ত :

অনুষ্টুপ্ ছন্দে ৩২টি অক্ষর থাকে। শ্রীগঙ্গাসহায় রচিত অন্বিতার্থ প্রকাশিকা টীকায় এ বিষয়ে বলা হয়েছে, শ্রীমদ্ভাগবতমের সমস্ত অক্ষরকে গণনা করে সেই সংখ্যাকে ৩২ দ্বারা ভাগ করলে ১৮০০০ সংখ্যা পাওয়া যায়।

ভাগবতের পঞ্চম স্কন্দের শ্লোক গুলি গদ্যাকারে রচিত, সেখানে অনেক গুলি শ্লোক একসাথে জুড়ে যাওয়ায় ভাগবতের শ্লোক সংখ্যা গণনা করে কিছু কম হয়।

প্রশ্ন: ৪.৬) দেবীভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠের যুক্তির খণ্ডন :

দেবী ভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠ ঘোর শাক্ত ছিলেন, শক্তিতত্ত্ববিমর্শিণী নামে তন্ত্রের গ্রন্থ লেখেন। টীকাকার নীলকণ্ঠ তাঁর টীকার উপক্রমণিকায় দেবীভাগবতকে মহাপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতকে উপপুরাণ প্রমাণ করার জন্য কয়েকটি যুক্তি দেখিয়েছেন সেগুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করব :

৪.৬.১) অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারত রচনার পর ও চিত্ত প্রসন্ন না হওয়ায় ব্যাসদেব তাঁর গুরুদেব শ্রীল নারদ মুনির উপদেশে শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেছেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত নয়।

খণ্ডন: বলদেব বিদ্যাভূষণের সিদ্ধান্ত দর্পন থেকে এই যুক্তি আগেই খণ্ডন করা হয়েছে-

৪.৬.২) নীলকণ্ঠ শিবপুরাণের "ভগবত্যাশ্চ দুর্গায়াশ্চরিতং যত্র বিদ্যতে। তত্তু ভাগবতং প্রোক্তং নতু দেবী পুরাণকাম" শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছেন যাতে ভগবতী দুর্গার চরিত্র আছে তাকেই ভাগবত বলে।

খণ্ডন: - শিবপুরাণের এই বাক্যটি আগে আলোচিত অন্যান্য পুরাণের বাক্যের সাথে সঙ্গতি পূর্ণ নয়। তাই এই শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। পদ্মপুরাণ স্কন্দপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, বরাহপুরাণে ভাগবতের যে লক্ষণ বলা হয়েছে যথাক্রমে -

ক) শুকপ্রোক্ত:

শুকপ্রোক্ত কথার অর্থ *শুকেন প্রোক্তম্*-শুকদেব পরীক্ষিত মহারাজকে যা বলেছিলেন, কিন্তু দেবী ভাগবতে শুকদেব পরীক্ষিত এর কথোপকথনই নেই। নীলকণ্ঠ তাই এর ব্যাখ্যা করেছেন *শুকায় প্রোক্তম* – বেদব্যাস শুকদেবকে যা বলেছিলেন। এইরকম সমাস কি নিয়মে হয় তা যদিও তিনি বলেননি। তাও যদি ধরে নিই যা শুকদেবকে বলা হয়েছিল, তাহলেও সম্পূর্ণ দেবীভাগবত শুকদেবকে বলা হয়নি। দেবীভাগবতে ব্যাসদেব

শুকদেবকে কেবলমাত্র ৪৬ টি শ্লোক বলেছিলেন। ১ম স্কন্দের ১৫ অধ্যায় ৫০ শ্লোক থেকে ১৬ অধ্যায়ের ৭ম শ্লোক পর্যন্তই শুকপ্রোক্ত।

খ) ভাগবত গায়ত্রীর অর্থ বর্ণনা করবে:

নীলকণ্ঠ বলেছেন "সর্বচৈতন্যরূপাং তামাদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি। বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ"-দেবীভাগবতের এই প্রথম শ্লোক গায়ত্রীর অর্থ ও গায়ত্রীছন্দে রচিত। কিন্তু
এই শ্লোকে গায়ত্রীর সম্পূর্ণ অর্থ ব্যাখ্যা হয়নি। অন্যদিকে শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম শ্লোকে গায়ত্রীর অর্থ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর গায়ত্রী ব্যাখ্যা বিবৃতি গ্রন্থে তা বিশদে আলোচনা করেছেন। এখানে সংক্ষেপে তা দেওয়া হল। ভাগবতের প্রথম শ্লোকের "**ত্রিসর্গোঽমৃষা**" পদে গায়ত্রীর ভূর্ভুবঃস্বঃ তৎ অংশের, "**জন্মাদস্য যতঃ**" পদে গায়ত্রীর সবিতুঃ পদের অর্থ করা হয়েছে। **স্বরাট** পদে দেবস্য পদের অর্থ করা হয়েছে। **ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকম** অংশে বরেণ্যং ও ভর্গ এই দুই পদের। **তেনে ব্রহ্ম হৃদা** অংশে ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ পদের, ও **ধীমহি** অংশে ধীমহি পদের অর্থ বর্ণিত হয়েছে।
দেবী ভাগবতের উপসংহারে আছে,
"সচ্চিদানন্দরূপাং তাং গায়ত্রীপ্রতিপাদিতাম্।
নমামি হ্রীংময়ীং দেবীং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।"
তাং পদস্ত্রীলিঙ্গ আর যঃ পুংলিঙ্গ। মনগড়া রচনা করতে গিয়ে গায়ত্রীর শেষাংশ অবিকল রাখার জন্য দেবীভাগবত রচয়িতা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন। এই তথ্যগুলোই কী যথেষ্ট প্রমাণ নয় যে,দেবীভাগবত নামক গ্রন্থটি আসলে শ্রীমদ্ভাগবতমের অবৈধ অনুকরণে রচিত হয়েছে।

গ) ভাগবতে বৃত্রাসুর বধ প্রসঙ্গে হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা আলোচিত হয়েছে:

দেবী ভাগবতে বলা হয়েছে দেবী কর্তৃক বৃত্রাসুর বধ হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত পুরাণে ইন্দ্র কর্তৃক বৃত্রাসুর বধ হয়েছে বলেই প্রসিদ্ধ। যদি বল যে, দেবীর কৃপায় বা দেবীর শক্তিতে ইন্দ্র বৃত্রবধ করেছেন,তবে তাও বেদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ। কারণ, ঋকবেদ দশম মন্ডলে বৃত্র বধ প্রসঙ্গে আছে **শ্রীবিষ্ণুর শক্তিতেই ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেছিলেন।** অন্যান্য পুরাণেও এই কাহিনী প্রসিদ্ধ।
"তমস্য বিষ্ণুর্মহিমানমোজসাংশুং দধন্বান মধুনো বি রপশতে।
দেবেভিরিন্দ্রো মঘবা সয়াবভির্বৃত্রং জঘন্বাঁ অভবদ্বরেণ্যঃ।।"(ঋগ্বেদ ১০/১১৩/২)
সায়ন ভাষ্য অনুযায়ী অনুবাদ:-
বিষ্ণু মধুযুক্ত লতাখণ্ড অর্থাৎ সোমলতাখণ্ড প্রেরণপূর্বক ইন্দ্রের সেই মহিমা উৎসাহের সহিত ঘোষণা করেন। ধনশালী ইন্দ্র সহযায়ী দেবতাদের সাথে একত্র হয়ে বৃত্রকে নিধনপূর্বক সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন।

দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে বর্ণিত আছে হয়গ্রীব নামে অসুর যে মন্ত্রে দেবীরপূজা করেছিল তাকে হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা বলে। নীলকন্ঠ যুক্তি দেখিয়েছেন যার প্রতিপাদ্য দেবতা পুরুষ তাকে মন্ত্র বলে, ও যার প্রতিপাদ্য দেবতা স্ত্রী তাকে বিদ্যা বলে এই জন্য হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা দেবীকে প্রতিপাদিত করে। শারদাতিলক তন্ত্র অনুসারে "মন্ত্রা পুংদেবতাঃ প্রোক্তা বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ"।

বিভিন্ন পুরাণে নারায়ণবর্মকে হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা বলার যে কারন বলা হয়েছে কোন এক সময় অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচি মুনির কাছে নারায়ণবর্ম নামক ব্রহ্মবিদ্যা জানতে চান। দধীচিমুনি বলেন এখন অন্য কাজে ব্যস্ত আছি পরে আপনাদের বলব। অশ্বিনীকুমারদ্বয় চলে গেলে ইন্দ্র এসে দধীচিকে বলেন অশ্বিনীকুমারদ্বয় বৈদ্য তাদের ব্রহ্মবিদ্যা দেবেন না। যদি আমার কথা না শোনেন তবে আপনার শিরশ্ছেদ করবো। এই বলে ইন্দ্র চলে গেলে পরে অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচির কাছে এলেন। তিনি ইন্দ্রের নিষেধাজ্ঞা শোনালে অশ্বিনীকুমার দ্বয় বলেন আমরা আপনার মস্তক এর পরিবর্তে অশ্বমুন্ড লাগিয়ে দিচ্ছি। আপনি সেই মাথা দিয়ে ব্রহ্মবিদ্যা বলুন। ইন্দ্র এসে আপনার সেই অশ্বমুন্ড ছেদন করলে আমরা পুনরায় সেখানে আপনার মস্তক লাগিয়ে দেব। তখন দধীচি অশ্বমুন্ড ধারণ করে তাদের ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করেন। তাই তা হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা নামে পরিচিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত ৬.৯.৫২ তেও তাই বলা হয়েছে

স বা অধিগতো দধ্যঙ্ঙ্

অশ্বিভ্যাং ব্রহ্ম নিষ্কলম্

যদ্ বা অশ্বশিরো নাম

তয়োর্ অমরতাং ব্যধাৎ

ঋকবেদ ১ম মন্ডল ৮৪ সুক্ত ১৩ মন্ত্রের সায়নভাষ্যেও এই কাহিনীটি বর্ণিত আছে।

ইন্দ্রঃ আথর্বণস্য দধীচঃ এতৎসংজ্ঞকস্য ঋষেঃ অশ্বভিঃ অশ্বশিরঃ সংযোজিভিরস্থিভিঃ।। সায়নাচার্য্য সামবেদের জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ থেকে এই কাহিনী উদ্‌ধৃত করেছেন। দেবীভাগবতে বেদ এর কাহিনী বিকৃত করা হয়েছে।

Source:- Rig veda 1.84.13 commentary by Sayanacharya.

ঘ) ভাগবত কৃষ্ণকথা বর্ণনা করবে।

"অত্র প্রতিপদম কৃষ্ণো গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ" (পদ্ম উত্তর খণ্ড ১৯৩.৩)

শ্রীমদ্ভাগবতং ভক্ত্যা পঠতে হরিসন্নিধৌ

(স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড দ্বারকামাহাত্ম্য)

"শ্রীমদ ভাগবতাখ্যোহয়ম প্রত্যক্ষঃ কৃষ্ণ এব হি"

(পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড ১৯৮.৩০)

পদ্মপুরাণে ভাগবত কে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ বলা হয়েছে

পাদৌ যদীয়ৌ প্রথম দ্বিতীয়ৌ

তৃতীয় তুর্যৌ কথিতৌ যদ উরু

নাভিশ তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠ
ভুজান্তরম দোর্যুগলম তথান্যৌ
কণ্ঠন্তু রাজন নবমো যদিয়ো
মুখারবিন্দম দশমম প্রফুল্লম
একাদশো যশ্চ ললাট পট্টম
শিরোপি যস্য দ্বাদশ এব ভাতি
নমামি দেবম করুণা নিধানম
তমাল বর্ণম সুহিতাবতারম
অপার সংসার সমুদ্র সেতুম্
ভজামহে ভাগবত স্বরূপম।

অনুবাদ-শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দুই চরণ, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্দ তার উরুযুগল, পঞ্চম স্কন্দ তাঁর নাভি, ষষ্ঠস্কন্দ তাঁর বক্ষস্থল, সপ্তম ও অষ্টমস্কন্দ বাহুযুগল, নবমস্কন্দ গ্রীবা, দশম স্কন্দ প্রফুল্লিত মুখ মন্ডল, একাদশ স্কন্দ শ্রীকৃষ্ণের ললাট, ও দ্বাদশ স্কন্দ শিরোদেশ। আমি সেই ভগবান কে বন্দনা করি যিনি তমাল বর্ণ, করুনাসাগর, সকল জগতের কল্যাণের জন্য যিনি অবতরিত হয়েছেন, অপার সংসার সমুদ্র পারে যিনি সেতু সদৃশ এই কলিযুগে তিনি স্বয়ং ভাগবত রূপে প্রকট হয়েছেন।

৪.৬.৩) শঙ্করাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য রচনা করেননি কোন গ্রন্থে ভাগবতের উল্লেখ করেননি।

খন্ডন:

আগেই এই যুক্তি খন্ডন করা হয়েছে।

আচার্যশঙ্কর বাল্মীকি রামায়ণ থেকেও কোন উদ্ধৃতি করেননি। তাহলে এটিও কি অপ্রামাণিক? নীলকন্ঠের যুক্তি মানলে দেবীভাগবত থেকেও তো আচার্য্য শঙ্কর কোন গ্রন্থে উল্লেখ করেননি। এর থেকেই বোঝা যায় অদের যুক্তি গুলি কতটা অসার।

৪.৬.৪) মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের ভাষা যেমন সরল সহজবোধ্য দেবীভাগবতের ভাষাও তেমন সরল ও সহজবোধ্য। তাই এই সকল গ্রন্থ একই ব্যক্তির রচনা। ভাগবতের ভাষা অত্যন্ত কঠিন, দুর্বোধ্য, তাই তা ব্যাস এর রচনা নয়। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণে কৈশিকীবৃত্তি ও দ্রাক্ষাপাক অবলম্বন করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে আরভটী বৃত্তি ও নারিকেল পাক অবলম্বন করা হয়েছে। তাই এটা কোন আধুনিক ব্যাক্তি র রচনা।

খণ্ডন: -

এটা কোন যুক্তিই নয়, বিদ্বান ব্যক্তি কখনোই এইরকম শিশুসুলভ যুক্তি দিতে পারেননা। শ্রীল ব্যাসদেবের অন্যান্য রচনা সহজবোধ্য হলেও তার রচিত ব্রহ্মসূত্র ততটাই দুর্বোধ্য। মহাভারতের অন্তর্গত সনৎসুজাতীয়ও দুর্বোধ্য যা শঙ্করাচার্য, শ্রীধরস্বামী ও বহুপণ্ডিতগন এর টীকা ব্যাখ্যা করেছেন। পদ্মপুরাণের ভাষা অত্যন্ত সহজ হলেও এর অন্তর্গত যোগসার স্তব অত্যন্ত দুরুহ ও গভীর অর্থ সম্পন্ন। তা হলে এগুলিও কি পরবর্তী কালে রচনা? সহজবোধ্য মহাভারতেই ৮৮০০ টি দুর্বোধ্য শ্লোক আছে যেগুলিকে ব্যাসকূট বলা হয়।

সমস্ত বেদের সার, গায়ত্রীর অর্থ ও ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা এই শ্রীমদ্ভাগবত যাতে ব্রহ্মসূত্রের অর্থ ব্যাখ্যা হয়েছে তার ভাষা সরল সাধারণ হবে কেন? শঙ্করাচার্যের রচিত ভাষ্য ও স্তোত্র গুলির মধ্যে ভাষার তারতম্য কেন? শ্রবণমাত্রে রসাস্বাদ হলে তাকে দ্রাক্ষাপাক বলে। আর গূঢ়রস যত্নপূর্বক আস্বাদ্য হলে নারিকেল পাক বলে। শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মসূত্রের জটিল তত্ত্বের ভাষ্য তাই নারিকেল পাক হওয়াই স্বাভাবিক।

৪.৬.৫) নীলকন্ঠ আরো বলেছেন মৎসপুরাণে হেমসিংহ সমন্বিত ভাগবত দান করতে হবে। যেহেতু সিংহ দেবীর বাহন তাই এখানে ভাগবত বলতে দেবী ভাগবতের কথা বলা হয়েছে।

খণ্ডন: মৎস্যপুরাণে তার পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফলপ্রার্থী পৌষপূর্ণিমায় গুড়কুম্ভ সহ সূর্যমাহাত্ম্যযুক্ত ভবিষ্যপুরাণ দান করবে। গুড়কুম্ভের সাথে সূর্যের কি সম্পর্ক আছে? শ্রীধর স্বামী "লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ হেমসিংহসমন্বিতম" শ্লোকের হেমসিংহাসনে ভাগবত বসিয়ে দান করবে এই অর্থ করেছেন।

৪.৬.৬) নীলকন্ঠ এরপর সিদ্ধান্ত করছেন যদিও দেবীভাগবত ও বিষ্ণুভাগবত দুইখানি ভাগবত প্রসিদ্ধ, তবুও দেবীভাগবতই বেদব্যাস রচিত। বিষ্ণুভাগবত বোপদেব রচিত।

খণ্ডন: বোপদেবের বহু পূর্বেই শ্রীমদ্ভাগবতমের নাম ও শ্লোকের উল্লেখ প্রচুর গ্রন্থে পাওয়া গেছে- এটি পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তাই সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, "শ্রীমদ্ভাগবতম্ বোপদেব রচিত নয়"। উপরোক্ত কারন গুলি ছাড়া আরও একটি কারন উল্লেখ করছি

বোপদেবের সময়কাল ১২৬০-১৩০৯ খ্রীঃ ও মাধ্বাচার্যের সময়কাল ১২৩৮-১৩১৭ খ্রীঃ। অর্থাৎ মাধ্বাচার্য বোপদেবের কিছু পূর্ববর্তী। মধ্ববিজয় গ্রন্থ থেকে জানা যায় মধ্বাচার্য যখন বালক ছিলেন তখন একবার পণ্ডিতদের সভায় ভাগবতের ৫ম স্কন্ধের একটি শ্লোকের প্রকৃতপাঠ নির্ধারণ করে পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রশংসা ভাজন হয়েছিলেন। (মধ্ববিজয় অধ্যায় ৪ শ্লোক ৪৯-৫২) অতএব বোপদেবের বহু পূর্ব কালে, মধ্বাচার্যের বাল্যকালেই ভাগবত লোকপ্রসিদ্ধ ছিল।

বোপদেব ভাগবত নয় শ্রীমদ্ভাগবতমের একাধিক টীকা রচনা করেন। "মুক্তাফল", "হরিলীলা", "পরমহংসপ্রিয়া" ইত্যাদি।

মাধ্বাচার্য্য ভাগবততাৎপর্য্যনির্ণয় ছাড়াও তার প্রস্থানত্রয়ী ভাষ্যে ভাগবত থেকে বহু শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন। তার গীতাভাষ্যে ভাগবতের পঞ্চমবেদত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

বেদাহপি পরং চক্রে পঞ্চমং বেদমুত্তমং

ভারতং পঞ্চরাত্রং চ মূলরামায়ণম তথা

পুরাণং ভাগবতং চেতি সংভিন্নস্পদঃ।। (নারায়ণাষ্টাক্ষর কল্প)

পঞ্চরাত্রং ভারতং চ মূলরামায়ণং তথা।

পুরাণং ভাগবতং বিষ্ণুবেদ ইতীরিতঃ।।

(নারদীয় পুরাণে)

প্রশ্ন: ৪.৭) স্কন্দপুরাণে ৪ টি অধ্যায় জুড়ে দেবী ভাগবতের মাহাত্ম্য বলা আছে।

দেবী ভাগবতের কয়েকটি সংস্করণে দেবী ভাগবত মাহাত্ম্য বলে স্কন্দপুরাণের মানস খন্ড থেকে গৃহীত কয়েকটি অধ্যায় উল্লেখ করা হয়। এটি পরবর্তীকালে শাক্তদের রচনা ও স্কন্দপুরাণের নামে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। মূল স্কন্দপুরাণে মানসখন্ড বলে কোন অংশই নেই।পদ্মপুরাণ ও স্কন্দপুরাণে যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য আছে তাই শাক্তরা একটি দেবীভাগবত-মাহাত্ম্য লিখে স্কন্দপুরাণের অংশ বলে চালিয়েছে। স্কন্দপুরাণের যতগুলি সংস্করণ পাওয়া যায় তাতে নিম্নলিখিত এই খন্ড গুলি আছে। যথা মাহেশ্বর খন্ড (কেদারখন্ড, কুমারিকা খন্ড, অরুনাচলখন্ড,) বিষ্ণুখন্ড, অবন্তীখন্ড(এর একটি অধ্যায় রেবাখন্ড) ব্রহ্মখন্ড, প্রভাসখন্ড, কাশীখন্ড, নাগরখন্ড এই ৭টি খন্ড আছে। **মানসখন্ড ও তার দেবীভাগবত মাহাত্ম্য অধ্যায় স্কন্দপুরাণের কোন সংস্করণেই পাওয়া যায়না।**

বারানসী চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশিত মানস খন্ডে হিমালয় ভূখন্ড কে মানস খন্ড বলে পুরাণকার সেখানকার বিভিন্ন তীর্থ যথা মানসরোবর, কৈলাস, কেদারনাথ, পাতাল ভুবনেশ্বর প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন তীর্থের বর্ণনা দিয়েছেন। স্কন্দ পুরাণের অন্যান্য খন্ডের অধ্যায় গুলিই এখানে ভিন্ন ক্রমবিন্যাসে আছে। **কিন্তু দেবীভাগবত মাহাত্ম্য বলে কোন অধ্যায় তো দূর কোনো অনুচ্ছেদও নেই।**

প্রশ্ন ৪.৮) এক পূর্বপক্ষ বলে থাকেন, "শুকদেব পরীক্ষিতের জন্মের পূর্বেই মারা যান। ভীষ্মদেব শরশয্যায় যুধিষ্ঠির কে বহুকাল পূর্বে শুকদেবের এই মুক্তি লাভের কাহিনী বলেছেন। তাহলে পরীক্ষিতকে কিভাবে শুকদেব ভাগবত কথা শোনালেন?"

আলোচনা : মহাভারতে আছে :
অন্তর্হিতঃ প্রভাবং তু দর্শয়িত্বা শুকস্তদা।
গুণান্সন্ত্যাজ্য শব্দাদীন্পদমভ্যগমৎপরম্।। শান্তিপর্ব, মহাভারত, ৩৩৩/২৬

অনুবাদ:-
ধর্মাত্মা শুকদেব এইরূপে শব্দাদি গুণ সমুদায় পরিত্যাগ করে অন্তর্হিত হয়ে স্বীয় প্রভাব প্রদর্শন পূর্বক ব্রহ্মপদ লাভ করলেন।

'স গতিং পরমাং প্রাপ্তো দুষ্প্রাপামজিতেন্দ্রিয়ৈঃ।

দৈবতৈরপি বিপ্রর্ষে তং ত্বং কিমনুশোচসি।। ৩৩৩/ ৩৬

অনুবাদ:-

মহাদেব বললেন হে ব্যাস, তোমার সেই পুত্র দেবদুর্লভ পরমগতি লাভ করেছে। অতএব তুমি কিসের জন্য অনুতাপ করছো?

যুধিষ্ঠির ভীষ্মদেবের কাছে এই মোক্ষধর্মের জ্ঞান লাভের পর সিংহাসনারোহণ করেন। তারপর তিনি ৩৬ বছর রাজত্ব করেন ও তারপর পরীক্ষিতকে সিংহাসনে বসিয়ে মহাপ্রস্থান যাত্রা করেন। পরীক্ষিত ৬০ বছর রাজত্ব করেন। তারপর শমীক মুনির অভিশাপে তার মৃত্যু হয়। ভাগবতে উল্লেখ আছে তাঁর মৃত্যুর ৭ দিন পূর্বে শুকদেব তাকে শ্রীমদ্ভাগবত কথা শুনিয়েছিলেন। এতদিন পরে শুকদেব কোথা থেকে আসলেন?

এখন পূর্বপক্ষকে উত্তর দেওয়া হচ্ছে:

পূর্বাচার্য্য গণ ভাগবতের টীকায় এইরূপ পূর্বপক্ষের যা ব্যাখ্যা করেছেন তা নীচে আলোচিত হল:

৪.৮.১।মহাভারতে শুকদেবের মৃত্যুর কথা উল্লেখ নেই।

"শুকদেবের মৃত্যু হয়েছে"- একটি মিথ্যা রটনা। সেখানে বলা হয়েছে শুকদেব মুক্তিলাভ করেন। তিনি মুক্ত হয়েছিলেন মানে এই নয় তাঁর মৃত্যুর পর মুক্তি হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে শুকদেব গোস্বামী জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন।

ভাগবতেও বলা হয়েছে যে, শুকদেব মুক্তই ছিলেন। আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি।

শ্রীশুকদেবের জীবন্মুক্তির বিষয়ে মহাভারত:

শুকদেবের মুক্তির বিষয়ে মহাভারতে বলা হয়েছে,

1) **"তং প্রকামন্তমাজ্ঞায় পিতা স্নেহসমন্বিতঃ।**
উত্তমাং গতিমাস্থায় পৃষ্ঠতোঽনুসসার হ।।" (১৮)

-শ্রী শুকদেব এভাবে মোক্ষ লাভের জন্য উৎক্রমণ করেছেন জেনে শ্রী ব্যাসদেব ও উত্তমগতির আশ্রয় করে পুত্র স্নেহবশে তার পিছন পিছন যেতে লাগলেন।

2) **"স্বয়ং পিত্রা স্বরেণোচ্চৈস্ত্রীঁল্লোকাননুনাদ্য বৈ।**
শুকঃ সর্বগতো ভূত্বা সর্বাত্মা সর্বতোমুখঃ।। (২৩)
প্রত্যভাষত ধর্মাত্মা ভো শব্দেনানুনাদয়ন্।"

-যখন পিতা ব্যাসদেব উচ্চস্বরে তাকে ডাকছিলেন, তখন সর্বব্যাপী, সর্বাত্মা ও সর্বতোমুখ হয়ে ধর্মাত্মা শুকদেব 'ভোঃ' শব্দে সম্পূর্ণ জগৎ কে প্রতিধ্বনিত করে পিতাকে উত্তর দিলেন।

মহাভারতে বলা আছে যখন শুক দেব এভাবে উর্দ্ধলোকে গমন করেছিলেন তখন স্বর্গে মন্দাকিনী তীরে অপ্সরা গণ কে দর্শন করেছিলেন। তারা নগ্ন হয়ে স্নান করছিল কিন্তু শুকদেবকে দেখে তারা লজ্জিত হয়নি। যদিও তিনি যুবা বয়স্ক ছিলেন। তার পিছন পিছন শ্রী ব্যাসদেব আসছিলেন। সেই অপ্সরা রা বৃদ্ধ ব্যাসদেব কে দেখে লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। তাতে ব্যাসদেব বুঝতে পারেন তাঁর পুত্র শুকদেব মুক্ত হয়েছেন।

3) ততো মন্দাকিনী রম্যামুপরিষ্টাদভিব্রজন্।।
   শুকো দদর্শ ধর্মাত্মা পুষ্পিতদ্রুমকাননাম্। (৩৩৩/১৬)

অনুবাদ:-

হে রাজন ধর্মাত্মা শুক উর্দ্ধলোকে যাওয়ার সময় বৃক্ষ লতা সুশোভিত রমণীয় মন্দাকিনী র দর্শন করলেন।

4) তস্যাং ক্রীড়স্ত্যভিরতাস্তে চৈবাপ্সরসাং গণাঃ।।
   শূন্যাকারং নিরাকারাঃ শুকং দৃষ্ট্বা বিবাসসঃ।

সেখানে অনেক অপ্সরাগণ স্নান ও জলক্রীড়া করছিল, যদিও তারা নগ্ন হয়েছিল, তবু বাহ্যজ্ঞান রহিত ও আত্মনিষ্ঠ শুকদেব কে দেখে তারা তাদের শরীর কে আবৃত করার চেষ্টা করেনি।

5) **ততো মন্দাকিনীতীরে ক্রীড়ন্তোঽপ্সরসাং গণাঃ।। ২৮**
   আসাদ্য তমৃষিং সর্বাঃ সম্ভ্রান্তা গতচেতসঃ।
   জলে নিলিলিরে কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ গুল্মান্ প্রপেদিরে।।
   বসনান্যাদদুঃ কাশ্চিৎ তং দৃষ্ট্বা মুনিসত্তমম্।
   তাং মুক্ততাং তু বিজ্ঞায় মুনিঃ পুত্রস্য বৈ তদা।। ৩০
   সক্ততামাত্মনশ্চৈব প্রীতোঽভূদ্ ব্রীড়িতশ্চ হ।। ৩১

ঐ সময় মন্দাকিনী তটে জলক্রীড়ারত অপ্সরা গণ নিকটে ব্যাসদেব কে দেখে কেউ জলের তলায় কেউ লতার আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, কেউ বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত করল, তা দেখে ব্যাসদেব নিজ পুত্রের মুক্ততা ও নিজের বিষয়াসক্তি দেখে যুগপৎ প্রসন্ন ও লজ্জিত হলেন।

অনন্তর মহর্ষিগণপূজিত ভগবান পিণাকপাণি দেবতা ও গন্ধর্বগণ পরিবেষ্টিত হয়ে পুত্রশোকে কাতর মহর্ষি বেদব্যাসের কাছে আগমণপূর্বক সান্ত্বনা বাক্যে তাকে বললেন হে মহর্ষি তুমি পূর্বে আমারকাছে অগ্নি বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের ন্যায় বীর্য্য সম্পন্ন পুত্র প্রার্থনা করেছিলে। আমিও তোমাকে তোমার প্রার্থনা অনুরূপ পুত্র প্রদান করেছিলাম। এখন তোমার সেই পুত্র দেবদুর্লভ পরমগতি লাভ করেছে। অতএব তুমি কিসের জন্য অনুতাপ করছো?

এরপর মহাভারতে আর কোনো উল্লেখ নেই।

শ্রীশুকদেবের জীবন্মুক্তির বিষয়ে ভাগবত:

শ্রীমদ্ভাগবতমে ও এই কাহিনী উল্লেখ আছে-

যং প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যং
দ্বৈপায়নো বিরহকাতর আজুহাব ।
পুত্রেতি তন্ময়তয়া তরবোঽভিনেদু-
স্তং সর্বভূতহৃদয়ং মুনিমানতোঽস্মি ॥ ১.২.২ ॥

শ্রীমদভাগবতে আরো উল্লেখ করা হচ্ছে।
মুক্তপুরুষ শুক দেব যখন এভাবে সংসার ত্যাগ করে বিচরণ করছিলেন ব্যাসদেবের শিষ্য দের মুখে তিনি ভাগবতের শ্লোক শুনলেন।
অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াঽপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম।।

অনুবাদ: -
ভগবানের এই গুণ বর্ণনা শুনে তার মত ব্রহ্মভূত ব্যাক্তিও ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভক্তি অনুশীলন শুরু করেন। ও ব্যাসদেবের থেকে সম্পূর্ণ ভাগবত অধ্যয়ন করেন।

স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্ ।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনি: ॥১.৭.৮ ॥

অনুবাদ: -
শৌনক ঋষি ও তাই প্রশ্ন করেছেন যে ব্রহ্মনিষ্ঠ মায়ার জগতের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই, যার আর কোনো সাধনার প্রয়োজন নেই সেই শুকদেব কেন এই ভাগবত অধ্যয়ণ করলেন?
স বৈ নিবৃত্তিনিরত: সর্বত্রোপেক্ষকো মুনি: ।
কস্য বা বৃহতীমেতামাত্মারাম: সমভ্যসৎ ॥ ১.৭.৯ ॥

অনুবাদ: -
তার উত্তর সুত গোস্বামী বলছেন ভগবানের গুণাবলীই এমন যে তাতে আকৃষ্ট হয়ে আত্মারাম, আপ্তকাম, মুক্ত, মোক্ষপ্রাপ্ত ব্যাক্তিও ভগবানের ভজন এ যুক্ত হন।
সূত উবাচ
আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে ।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরি: ॥ ১০ ॥
হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ ভাঃ ১/৭/১১

সিদ্ধান্ত:
এই সমস্ত আলোচনা দেখে বোঝা যায়, **শ্রীল শুকদেবের মৃত্যু হয়নি।** বরং তিনি জীবন্মুক্তি লাভ করেছিলেন। পরমাগতি দ্বারা মৃত্যুকে বোঝায় না।
মহাভারতের কোথাওই শুকদেবের মৃত্যুর কথা নেই।

যেমন : বিদেহ কথার অর্থ দেহহীন। আবার রাজর্ষি জনকের অপর নাম বিদেহ। এর অর্থ তিনি দেহত্যাগ করেছেন এমন নয়। এর অর্থ তিনি দেহবোধ থেকে মুক্ত, জীবন্মুক্ত। তুলসীদাসজী রামায়ণে বলছেন

"মূরতি মধুর মনোহর দেখী।
ভয়েউ বিদেহ বিদেহ বিসেখী।।"

শ্রীরামচন্দ্রের মনোহর মূর্তি দেখে বিদেহ জনক এর দেহানুভূতি বিরহিত হয়ে গেল।

"ইন্হহি বিলোকত অতি অনুরাগা।
বরবস ব্রহ্মসুখহি মন ত্যাগা।।"

হে মুনিবর বিশ্বামিত্র এদের দর্শন করে প্রেমময় চিত্তে এখন যেন আমার ব্রহ্মসুখ ও নীরস মনে হচ্ছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ও বলা হয়েছে

স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবো-
ঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্ ।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি ॥ ৬৯ ॥

-শুকদেব জীবন্মুক্ত ছিলেন। তিনি জীবদ্দশাতেই মুক্তি লাভ করেছিলেন। তিনি মারা যাননি। এখানে পুর্বপক্ষকারীরা ভুল বুঝেছে।

জীবন্মুক্তের আরো উদাহরণ :

রাজা জনক, সনকাদি, উদ্ধব, শুকদেব এঁনারা জীবদ্দশাতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে মুক্ত হয়েছিলেন।

মহাভারতেই উল্লেখ আছে রাজর্ষি জনক মোক্ষ ধর্মের জ্ঞাতা ছিলেন। তিনি জীবদ্দশাতেই মুক্ত হয়ে ও রাজকার্য শাসন করতেন।

সুলভা ত্বস্য ধর্মেষু **মুক্তো নেতি সসংশয়া।**
সত্ত্বং সত্ত্বেন যোগজ্ঞা প্রবিবেশ মহীপতেঃ।। মহাভারত/শান্তিপর্ব/৩২০/১৬

রাজা জনক জীবন্মুক্ত ছিলেন কিনা তাই নিয়ে সুলভার মনে সন্দেহ ছিল তাই সে তাকে মোক্ষধর্মের বিষয়ে প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন ও যোগশক্তিতে সিদ্ধ সুলভা রাজা জনকের বুদ্ধিতে প্রবেশ করেন।

রাজা জনক তাকে বলেন

তেনাহং সাংখ্যমুখ্যেন সুদৃষ্টার্থেন তত্ত্বতঃ।
শ্রাবিতস্ত্রিবিধং মোক্ষং ন চ রাজ্যাদ্বিচালিতঃ।। ২৭
সোঽহং তামখিলাং বৃত্তিং ত্রিবিধাং মোক্ষসংহিতাম্।
মুক্তরাগশ্চরাম্যেকঃ পদে পরমকে স্থিতঃ।। ২৮

সাংখ্য শাস্ত্রের পরম জ্ঞাতা ঋষি পঞ্চশিখ এর কাছে আমি ত্রিবিধ মোক্ষশাস্ত্র শ্রবণ করি। কিন্তু তিনি আমাকে রাজকার্য পরিচালন ত্যাগ করতে আজ্ঞা করেননি। তার উপদেশ প্রাপ্ত হয়ে বিষয়াসক্তি রহিত হয়ে মুক্তি বিষয়ক তিন প্রকারের সমস্ত বৃত্তি র আচরণ করে **আমি পরমপদে স্থিত আছি।**

ভগবদ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ রাজর্ষি জনকের উল্লেখ করেছেন যে —তিনি জীবন্মুক্ত হয়েও লোকশিক্ষার জন্য কর্তব্যকর্ম যথা রাজ্যশাসন, গৃহস্থধর্ম পালন করেছিলেন।

কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।

লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্কর্তুমর্হসি ॥ গীতা৩/২০

৪.৮.২। মুক্তাত্মা ও শ্রীভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হন- এই সংক্রান্ত শংকরাচার্য কৃত প্রমাণ:

যদি বলা হয় ভাগবত কে প্রামাণিক মানিনা। মুক্ত ব্যক্তি ভগবানের গুণ ইত্যাদি দ্বারা আকৃষ্ট হবেন কেন?
এর উত্তর এই, নৃসিংহপূর্বতাপনী ২/৪ তে বলা হয়েছে :
"অথ কস্মাদুচ্যতে নমামীতি। যস্মাদ্ যং সর্বে দেবা নমন্তি মুমুক্ষবো ব্রহ্মবাদিনশ্চ" - এর টিকায় শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ও বলেছেন **মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।** অতই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী অবশ্যই জীবন্মুক্ত ছিলেন। তিনি মারা যাননি। শ্রীমদ্ভাগবতমের সাথে মহাভারতের কোথাওই বিরোধ নেই।

৪.৮.৩। শুকদেবের এই মুক্তি লাভ যদি জীবন্মুক্তি না মানা হয় তবে মহাভারতের শ্লোকের সাথেই বিরোধ হয়:

স্বর্গারোহণ পর্বে ৫ম অধ্যায় ৪২ শ্লোক এ বলা হয়েছে
নারদমুনি দেবলোকে মহাভারত পাঠ করেছিলেন, অসিত ও দেবল পিতৃ লোকে ও শুকদেব যক্ষ ও গন্ধর্বদের কাছে এই মহাভারত পাঠ করেছিলেন তা ঋষি বৈশম্পায়ন এই পৃথিবীতে জন্মেজয় এর কাছে পাঠ করেন।
এটি কোন মহাভারত? যা ষাটলক্ষ শ্লোকে ব্যাসদেব রচনা করেন।
ষষ্টিং শতসহস্রাণি চকারান্যাং স সংহিতাম্।
ত্রিংশচ্ছতসহস্রঞ্চ দেবলোকে প্রতিষ্ঠিতম্।।
পিত্র্যে পঞ্চদশ প্রোক্তং গন্ধর্বেষু চতুর্দশ।
একং শতসহস্রন্তু মানুষেষু প্রতিষ্ঠিতম্।।
নারদোঽশ্রাবয়দ্দেবান্ অসিতো দেবলঃ পিতৄন্।
গন্ধর্বযক্ষরক্ষাংসি শ্রাবয়ামাস বৈ শুকঃ।। ৩৯
অস্মিংস্তু মানুষে লোকে বৈশম্পায়ন উক্তবান্।
শিষ্যো ব্যাসস্য ধর্মাত্মা সর্ববেদবিদাং বরঃ।।
অনুবাদ:-
বেদব্যাস ষাটলক্ষ শ্লোকে আর একখানি মহাভারত রচনা করেন, তার ত্রিশ লক্ষ দেবলোকে, পনেরলক্ষ পিতৃলোকে, চৌদ্দ লক্ষ গন্ধর্বলোকে ও একলক্ষ মনুষ্যলোকে রয়েছে।
নারদ দেবগণকে, অসিত ও দেবল পিতৃগণকে এবং **শুকদেব গন্ধর্ব,যক্ষ ও রাক্ষসদের শুনিয়েছিলেন।**
ব্যাস শিষ্য সমস্ত বেদবিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্মাত্মা বৈশম্পায়ন মুনি এই মনুষ্যলোকে এক লক্ষ শ্লোকাত্মক মহাভারত বলেছেন।
এই মহাভারত ব্যাসদেব কবে রচনা করেন? যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকালের শেষভাগে অর্থাৎ শুকদেব এর মুক্ত হওয়ার বহু পরে। যথা—
আদিপর্ব ১ম অধ্যায় ৫৮ শ্লোক
তেষু জাতেষু বৃদ্ধেষু গতেষু পরমাং গতিম্।
অব্রবীদ্ভারতং লোকে মানুষেঽস্মিন্ মহানৃষিঃ।।
যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের শেষ বয়সে ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর আশ্রমে বাস করেন ও স্বর্গারোহণ করেন। এই সময় মহাভারত রচিত হয়। যুধিষ্ঠির ৩৬ বছর রাজত্ব করে পরীক্ষিত মহারাজ কে রাজ্যাভিষেক করেন। পরীক্ষিত মহারাজ ২৪

বছর রাজত্ব করে তক্ষক দংশনে অপ্রকট হন। পরীক্ষিত এর পুত্র জন্মেজয় সর্পযজ্ঞ সমাপ্ত হলে ব্যাসদেবের নির্দেশে বৈশম্পায়ন জন্মেজয় কে মহাভারত শ্রবণ করান। এভাবে মনুষ্যলোকে মহাভারত প্রচারিত হয়।

ত্রিভির্বর্ষৈর্মহৎ পুণ্যং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ।
অখিলং ভারতং চেদং চকার ভগবান মুনিঃ।।

প্রভাবশালী ভগবান কৃষ্ণদ্বৈপায়নমুনি তিন বৎসরে বিশাল ও পুণ্যজনক এই সমগ্র মহাভারত রচনা করেছিলেন।

অনেকে প্রশ্ন তোলেন মহাভারতে উল্লেখ আছে মহাভারত রচনার অনেক আগেই শুকদেব কে ব্যাসদেব চার শ্লোকে মহাভারতের সার শিখিয়েছিলেন। শুক দেব তা গন্ধর্বলোকে প্রচার করেন।

এর উত্তর হল: না, ব্যাসদেব শুকদেবকে মহাভারতের সার চারশ্লোকে শিখিয়ে থাকতে পারেন কিন্তু তিনি যে মহাভারত ষাটলক্ষশ্লোকে রচনা করেন তাই শুকদেব কে অধ্যাপনা করান, তাই শুকদেব গন্ধর্ব লোকে পাঠ করেন। সেই মহাভারতই বৈশম্পায়ণ মানব লোকে প্রচার করেন।

এইভাবে সব পুর্বপক্ষ খণ্ডনপুর্বক ইহা সিদ্ধ হল যে, শ্রীশুকদেবই শ্রীমদ্ভাগবতকথা কীর্তন করেছেন।

পুনশ্চ : মুক্ত ব্যক্তি সর্বত্র স্বচ্ছন্দ বিচরণ করেন। তাই যদি ধরেও নেওয়া হয় শ্রীশুকদেবের মৃত্যু হয়েছিল তবে ছান্দোগ্য শ্রুতি অনুসারে তিনি সমস্ত লোকে (স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক, মর্তলোক)স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন।

ছান্দোগ্য শ্রুতি ৭/২/২৫
স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড় ভবতি ***তস্য সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।।***

যিনি এভাবে ব্রহ্মকে সর্বগত, সর্বাত্মক রূপে দর্শন করেন, মনন করেন, ও জানেন। তিনি আত্মরতি হন, আত্মক্রীড় হন, আত্মমিথুন হন, ও আত্মানন্দ হন। তিনি স্বরাট হয়ে সমস্ত লোকে তিনি স্বচ্ছন্দগতি হন।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ৪/৪/৯ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে একটি শ্রুতি মন্ত্র উদ্ধৃত করেছেন
অথ য ইহ আত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।।
অনুবাদ- যারা এই শরীরে ব্রহ্ম কে জেনে পরলোকে গমন করেন তারা সত্যকামত্বাদি প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত লোকে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেন।

তাই শুকদেব গোস্বামীই ভাগবত কথা বলেছিলেন- এতে কোন সংশয় নেই।

এই ভাবে পূর্বপক্ষ খণ্ডন করা হল।

৪.৯।পূর্বপক্ষ: (ভাঃ ১/১৯/২৪) অনুসারে, পরীক্ষিতকে ভাগবত কথা শোনানোর সময় শুকদেবের বয়স মাত্র ১৬ বছর থাকে। এটা কিভাবে সম্ভব?

সিদ্ধান্ত:- ছান্দোগ্য উপনিষদে মুক্ত পুরুষের লক্ষণ বলা হয়েছে বিজ্বর, বিশোক ইত্যাদি। মুক্তপুরুষকে কখনোজরা গ্রাস করেনা। তাই শ্রীমদ্ভাগবতমে শ্রীশুকদেবের রূপকে ১৬ বছরের যুবকের মত বর্ণনা করা হয়েছে। ইহা অত্যন্ত সংগতিপূর্ণ এবং বিরোধহীন।

৪.১০। পূর্বপক্ষ:- পরীক্ষিত এর মৃত্যু প্রসঙ্গে মহাভারতে বর্ণনা আছে রাজা পরীক্ষিত তক্ষক দংশনে তার মৃত্যু হবে এই অভিশাপ এর কথা শুনে একটি স্তম্ভের ওপর প্রাসাদ নির্মাণ করে চারদিকে প্রহরী বেষ্টিত হয়ে অবস্থান করছিলেন। এমনকি সেখানে বায়ু ও প্রবেশ করতে পারতোনা। "বাতোঽপি নিশ্চরংস্তত্র প্রবেশে বিনিবার্য্যতে।।" মহাভারত ১/১/৩৭/৩২
তাহলে ঋষিদের সাথে বসে শুকদেব এর থেকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করলেন কিভাবে?

সিদ্ধান্ত:-
পরীক্ষিত মহারাজ ঋষির অভিশাপের কথা শুনে সেই দিনের মধ্যে একটি স্তম্ভের উপরে প্রাসাদ নির্মাণ করে সাতদিন সেখানেই থাকলেন এবং ভাগবত কথা শ্রবণ করলেন। কারণ, মহাভারতেই বলা আছে সেখানে তিনি কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ, ঋষি মুনিদের সঙ্গ করতেন। তাই তক্ষক ও তার অনুচরেরা পরীক্ষিত মহারাজকে হত্যা করতে ঋষির ছদ্মবেশে প্রবেশ করতে বাধ্য হন।
ততস্তাপসরূপেণ প্রাহিণোৎ স ভুজঙ্গমান্।
ফলদর্ভোদকং গৃহ্য রাজ্ঞে নাগোঽথ তক্ষকঃ।।
অনুবাদ:- তারপর তক্ষক নাগ যব, কুশ, ও জল দিয়ে কতগুলি নাগকে তপস্বী সাজিয়ে তাদের পরীক্ষিতের কাছে পাঠিয়ে দিল।
১/১/৩৮/২৩
তাই শুকদেব আদি ঋষিগণ এর কাছে বসে ভাগবত শ্রবণ করেছিলেন এটা মানতে অসুবিধা কোথায়? এখনও শুকতাল নামক যে স্থানটি যেখানে বসে শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিতকে ভাগবত শুনিয়েছিলেন সেটি উঁচু টিলার মতো স্থান। "তাল" শব্দের অর্থ টিলা। শ্রীপরীক্ষিত গঙ্গাতীরে একটি উঁচু টিলায় প্রাসাদের মত স্থান নির্মাণ করেছিলেন। এই সমস্ত তথ্যের বিশদ বর্ণনা মহাভারতের মত ইতিহাসের কাজ; শ্রীমদ্ভাগবতের মত পারমার্থিক শাস্ত্রের নয়। একজন ক্ষত্রিয় রাজা মৃত্যুতে ভয় পাবেননা তিনি ঋষিদের কাছে মোক্ষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন এটিই স্বাভাবিক।

পূর্বপক্ষ:- মহাভারতের ভীষ্মদেবের মহাপ্রয়াণ, অশ্বত্থামা বধ, পরীক্ষিত মহারাজকে গর্ভে হত্যা করতে অশ্বত্থামা ব্রহ্মশিরাস্ত্র চালিয়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ গর্ভের মধ্যে পরীক্ষিতকে রক্ষা করেন। ইত্যাদি বিষয়ে মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত কাহিনীর পার্থক্য আছে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত প্রক্ষিপ্ত সুত গোস্বামীর আকাশকুসুম কল্পনা। দেবীভাগবত ই প্রকৃত ভাগবত।

সিদ্ধান্ত:- মহাভারত ইতিহাস শাস্ত্র মহাভারতে ঘটনার খুঁটিনাটি বর্ণনা থাকবে এটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে শ্রীমদ্ভাগবত পারমার্থিক শাস্ত্র। তাই তাতে জীবের পরমকল্যাণদায়ক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম রূপ গুণ লীলাদিই মুখ্য রূপে বর্ণিত হয়েছে। তাই ভাগবতে এই সব ঘটনা বর্ণনার সময় মুখ্য ভাবে কৃষ্ণ কথাই বলা হয়েছে। এই কথা ভাগবতেই বলা আছে যে, "এইবার আমি কৃষ্ণের লীলাকে মুখ্য করে ভাগবত কথা বলব"। ভাগবত রচনার উদ্দেশ্য ও হল তাই- কৃষ্ণলীলা কে মুখ্য করে বর্ণনা করা।
মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও শ্রীশ্রী চণ্ডী গ্রন্থে বলা হয়েছে দেবীর ইচ্ছায় ভগবান যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকেন। তখন ভগবানের কর্ণমলজাত মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয় ব্রহ্মাকে আক্রমণ করে বেদ হরণ করে নিয়ে যায়। ব্রহ্মা তখন দেবীর স্তব করলে দেবী সন্তুষ্ট হন ও যোগমায়ার প্রভাব সরিয়ে নিলে বিষ্ণু র নিদ্রা ভঙ্গ হয়। বিষ্ণু মধুকৈটভ কে বধ করেন।
এখন মহাভারতে মধুকৈটভ বধের কাহিনী সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে দেবীর কোনো উল্লেখ নেই, ব্রহ্মার দ্বারা দেবীর কোনো স্তব নেই বরং ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণুর স্তব করলে বিষ্ণু বেদ উদ্ধার করেন ও মধুকৈটভকে বধ

করেন। তাই মহাভারতের সাথে সঙ্গত না হওয়ায় ও অপ্রাসঙ্গিক ভাবে ব্রহ্মাকৃত দেবীর স্তুতি, দেবীর দ্বারা বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হওয়ার কাহিনী থাকায় মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও শ্রীশ্রী চণ্ডী গ্রন্থ ও পূর্বপক্ষের যুক্তি অনুসারে প্রক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও তার অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীর কাহিনী লোকপ্রসিদ্ধ তাই আমরা এখানে কেবল মহাভারতের কাহিনী উল্লেখ করছি।

মহাভারত শান্তিপর্ব/৩৩১অধ্যায়/ ২৫-৬৯

স তামসো মধুর্জাতস্তদা নারায়ণাজ্ঞয়া
কঠিনস্তুপরো বিন্দুঃ কৈটভো রাজসস্তু সঃ।।২৫

তমোগুণময় সেই জলবিন্দুটি নারায়ণের আদেশে **মধুনামে দৈত্য হল**, আর রজোগুণময় কঠিন অপর জলবিন্দুটি **কৈটভ নামে দৈত্যহল।**

দদৃশাতেঽরবিন্দস্থং ব্রহ্মাণমমিতপ্রভম।
সৃজন্তং প্রথমং বেদাংশ্চতুরশ্চারুবিগ্রহান্।।২৭

তারা দেখল অসাধারণ তেজস্বী ব্রহ্মা পদ্মের উপরে থেকে সর্ব প্রথমে সুন্দর চারটি বেদ সৃষ্টি করে রেখেছেন।

ততো বিগ্রহবন্তৌ তৌ বেদান্ দৃষ্ট্বাসুরোত্তমৌ।
সহসা জগৃহতুর্বেদান্ ব্রহ্মণঃ পশ্যতস্তদা।।২৮

তারপর সবলদেহ সেই অসুর শ্রেষ্ঠরা বেদকয়টিকে দেখে ব্রহ্মার সাক্ষাতেই তৎক্ষনাৎ বেদগুলিকে গ্রহণ করল।

অথ তৌ দানবশ্রেষ্ঠৌ বেদান্ গৃহ্য সনাতনান্।
রসাং বিবিশতুস্তূর্ণমুদকপূর্বে মহাদধৌ।।২৯

তারপর দানবশ্রেষ্ঠরা সেই সনাতন বেদ চারটি গ্রহণ করে উত্তর পূর্ব সমুদ্রে প্রবেশ করল। পরে সেই পথে পাতালে গিয়ে উপস্থিত হল। ততো হৃতেষু বেদেষু ব্রহ্মা কশ্মলমাবিশৎ।
ততো বচনমীশানং প্রাহ বেদৈর্বিনাকৃতঃ।।৩০

বেদ গুলি অপহৃত হলে ব্রহ্মা শোকে মুগ্ধ হয়ে পড়িলেন, পরে তিনি বেদ বিহীন হয়ে ঈশ্বর কে এই কথা বললেন।

বেদা মে পরমং চক্ষুর্বেদা মে পরমং বলম্।
বেদা মে পরমং ধাম বেদা মে ব্রহ্মচোত্তরম্।।৩১

বেদ আমার পরমচক্ষু, বেদ আমার পরম বল, বেদ আমার উত্তম আশ্রয়, এবং বেদ আমার পরম ব্রহ্ম।।

ইত্যেবং ভাষমাণস্য ব্রহ্মণো নৃপসত্তম।
হরে স্তোত্রার্থমুদভূতা বুদ্ধির্বুদ্ধিমতাম্বর।
ততো জগৌ পরং জপ্যং প্রাঞ্জলিপ্রগ্রহঃ প্রভুঃ।। ৩৬

হে বুদ্ধিমৎ প্রধান রাজন এইরূপ ভাবতে ভাবতে ব্রহ্মার শ্রীহরি বিষয়ক বুদ্ধি জন্মাল। তারপর **ব্রহ্মা** কৃতাঞ্জলী পূর্বক **উত্তমপাঠ্য শ্রীহরিস্তোত্র পাঠ করতে লাগলেন।**

ব্রহ্মোবাচ...

ওঁ নমস্তে ব্রহ্মহৃদয় নমস্তে মম পূর্বজ।
লোকাদ্য ভুবনশ্রেষ্ঠ সাংখ্যযোগনিধে প্রভো।। ৩৭

হে ব্রহ্মার হৃদয়, ব্রহ্মার অগ্রজ, জগতের আদি, জগতের শ্রেষ্ঠ, সাংখ্য যোগের সাগর, প্রভু আপনাকে নমস্কার করি।

ব্যক্তাব্যক্তকরাচিন্ত্য ক্ষেমং পন্থানমাস্থিত।
বিশ্বভুক সর্বভূতানামন্তরাত্মন্নযোনিজ।। ৩৮

আপনি ব্যাক্ত ও অব্যাক্ত সৃষ্টি করেছেন। আপনি অচিন্ত্যনীয়, আপনি মঙ্গলময় পথ অবলম্বন করেছেন। আপনি সর্বভোজী, আপনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা, এবং আপনি অযোনিজাত, আপনাকে নমস্কার করি।

এবং স্তুতঃ স ভগবান্ পুরুষঃ সর্বতোমুখঃ।
জহৌ নিদ্রামথ তদা বেদকার্য্যার্থমুদ্যতঃ ।।৪৬

অনুবাদ:-
ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করলে সর্বদর্শী ভগবান সেই মহাপুরুষ নারায়ণ তখন বেদ উদ্ধার করার জন্য উদ্যত হয়ে নিদ্রাত্যাগ করলেন।
এতস্মিন্নন্তরে রাজন্ দেবো হয়শিরোধরঃ।
জগ্রাহ বেদানখিলান্ রসাতলগতো হরিঃ।।৫৭

....

তত উত্তমমাস্থায় বেগং বলবতাম্বরৌ।
পুনরুত্তস্থতুঃ শীঘ্রং রসানামালয়াত্তদা।। ৬০
দদৃশাতে চ পুরুষং তমেবাদিকরং প্রভুম।
শ্বেতং চন্দ্রবিশুদ্ধাভমনিরুদ্ধতনৌ স্থিতম।।৬১

....

তং দৃষ্ট্বা দানবেন্দ্রৌ তৌ মহাহাসমমুঞ্চতাম।
উচতুশ্চ সমাবিষ্টৌ রজসা তমসা চ তৌ।। ৬৪
অয়ং স পুরুষঃ শ্বেতঃ শেতে নিদ্রামুপাগতঃ।
অনেন নূনং বেদানাং কৃতমাহরণং রসাৎ।। ৬৫
কস্যৈষ কো নু খল্বেষ কিঞ্চ স্বপিতি ভোগবান্।
ইত্যুচ্চারিতবাক্যৌ তৌ বোধয়ামাসতুর্হরিম্।।৬৬
যুদ্ধার্থিনৌ হি বিজ্ঞায় বিবুদ্ধঃ পুরুষোত্তমঃ।
নিরীক্ষ্য চাসুরেন্দ্রৌ তৌ ততো যুদ্ধে মনো দধে।। ৬৭
অথ যুদ্ধং সমভবত্তয়োর্নারায়ণস্য বৈ।
রজস্তমোবিষ্টতনূ তাবুভৌ মধুকৈটভৌ।
ব্রহ্মণোঽপচিতিং কুর্ব্বন্ জঘান মধুসূদনঃ।।৬৮
এই সময়ে হয়গ্রীব নারায়ণ, পাতালে গিয়ে সমস্ত বেদ গ্রহণ করলেন। ও পাতাল থেকে উঠে পুনরায় ব্রহ্মাকে বেদগুলি দান করে নিজ নারায়ণ স্বরূপ ধারণ করলেন।
তারপর মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয় সেখানে বেদ দেখতে না পেয়ে পাতাল থেকে উঠে আসল ও ভগবান নারায়ণ কে দেখে বলল এই শ্বেতবর্ণ নিদ্রিত পুরুষ ই পাতাল থেকে বেদ নিয়ে এসেছে। এই পুরুষ টি কে? কেন ই বা সে নাগশয্যায় শয়ন করে রয়েছে? এই সকল বাক্য দ্বারা মধু ও কৈটভ নারায়ণের নিদ্রা ভঙ্গ
করল। নারায়ণ জাগরিত হয়ে মধু কৈটভের দিকে দৃষ্টিপাত করে তাদের যুদ্ধার্থী জেনে তাদের সাথে যুদ্ধে মনোনিবেশ করলেন। ক্রমে ভগবান শ্রী হরি ব্রহ্মার উপকার করার মানসে রজো ও তমো গুণান্বিত সেই মধু ও কৈটভ কে বধ করলেন।
(হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশসংস্করণে ৩৩১ অধ্যায়, পৃঃ
গীতাপ্রেস গোরক্ষপুর মহাভারত শান্তিপর্ব ৩৪৭ অধ্যায় পৃঃ ৫৩১০-৫৩১২
ABORI puna edition)

৫) শ্রীমদ্ভাগবতম্ সম্পূর্ণ প্রামাণিক কিন্তু দেবীভাগবত প্রামাণিক নয় :

এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আগের অধ্যায়ে করা হয়েছে। বিভিন্ন পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতমের যে লক্ষণ দেওয়া হয়েছে তার সাথে দেবীভাগবতের লক্ষণ মেলে না। তাই দেবীভাগবত অর্বাচীন গ্রন্থ। নীচে এই বিষয়ে আরো আলোচনা করা হল:

৫.১) হেমাদ্রী, বল্লাল সেন, গোবিন্দানন্দ, রঘুনন্দন, গোপাল ভট্ট গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামী প্রমুখ সবাই ধর্মবিষয়ক প্রচুর তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ ও রচনা লিখেছেন যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতম্ থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু তাঁরা কেউই দেবীভাগবত থেকে একটিও প্রমাণ নেননি।
৫.২) বল্লাল সেন তাঁর দানসাগর গ্রন্থে বলেছেন, "শ্রীমদ্ভাগবতমে দানধর্মের বিষয়ে অল্পসংখ্যক শ্লোক আছে।"
বল্লাল সেন তাঁর দানসাগর গ্রন্থের ১৫৭ তে শ্রীমদ্ভাগবতমের উল্লেখ করেছেন, যা এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত "দানসাগর" গ্রন্থে পাওয়া গেছে।

কিন্তু বিপরীতক্রমে দেবীভাগবতে নবম স্কন্ধের ৩০ অধ্যায়টিতে গোটা অধ্যায় জুড়ে দানধর্মের নানা মাহাত্ম্য পাওয়া যায়। বল্লাল সেনও দেবীভাগবত থেকে কোন প্রমাণ গ্রহণ করেননি।যদি দেবীভাগবত মূল ভাগবত হত, তবে বল্লাল সেন একথা বলতেন না। তাঁর সময়ে দেবীভাগবত যদি পরিচিতি পেত, তবে তিনি সেখান থেকে সহজেই প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারতেন। এই তথ্যগুলিই প্রশ্ন তোলে আদৌ দেবীভাগবত কতটা প্রাচীন ?
এছাড়াও দেবীভাগবতে ১.৩.১৬ শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ আছে। তার থেকে বোঝা যায় শ্রীমদ্ভাগবত রচনার পর দেবী ভাগবত রচনা হয়েছে।
৫.৩) সমস্ত প্রাচীন দার্শনিক ও পণ্ডিত, আচার্য শংকর, আচার্য রামানুজ, আচার্য মধ্ব, বল্লভ, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সকলেই হয় ভাগবতের টীকা লিখেছেন, নয়তো ভাগবত থেকে প্রমাণ নিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা দেবীভাগবত থেকে কোন প্রমাণ গ্রহণ করেননি।
৫.৪) দেবীভাগবত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য নয়, গায়ত্রীভাষ্য নয়, এমনকী মহাভারতের অর্থ নির্ণায়ক নয়। এমনকী দেবীভাগবতের শুরুতে দেওয়া শ্লোকটিও গায়ত্রী নয়। এই বিষয়ে আগে আলোচনা হয়েছে।
৫.৫) বিভিন্ন পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতম্ কে সাত্ত্বিক পুরাণের তালিকায় রাখা হয়েছে। আবার সাত্ত্বিক পুরাণের লক্ষণ হল, সেখানে বিষ্ণু(অথবা কৃষ্ণের) মহিমা থাকবে। ছয়টি সাত্ত্বিক পুরাণের মধ্যে সবগুলিই বিষ্ণুর মহিমা অধিক বর্ণনা করে।
কিন্তু দেবীভাগবত কখনোই সাত্ত্বিক পুরাণ নয়। কারণ সেখানে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য নেই। বরং দেবীর মাহাত্ম্য আছে। অন্যদিকে শ্রীমদ্ভাগবতম্ই বিষ্ণুর মাহাত্ম্য পূর্ণ। তাই দেবীভাগবত মূল ভাগবত হতেই পারে না।
৫.৬) **"তস্যেদম্"** পাণিনি ৪/৩/১২০ এই সূত্র অনুসারে ভগবতঃ ইদম্ ভাগবতম্- এভাবে **ভাগবত** শব্দ নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু ভগবত্যা ইদম ভাগবতম্ এভাবে ভাগবত শব্দ নিষ্পন্ন হয় না। সেক্ষেত্রে **ভগবতী** শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলে **স্ত্রীদ্যোতক** পাণিনির ৪/১/১২০ সূত্র অনুসারে **ভগবতীয়** শব্দ হয়। অর্থাৎ, **দেবীভাগবত নয়**, **দেবীভগবতীয়** সিদ্ধ হয়। এর থেকে বোঝা যায় বহুমানিত **শ্রীমদ্ভাগবতম্** শব্দের অনুকরণ করতে গিয়ে কোন আধুনিক অর্বাচীন ব্যক্তি দেবীভাগবত রচনা করেছে।
সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ কোন কোন মূর্খ বলে যে ভাগবত তো বই এর নাম। তাই এতে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ হবেনা। উভয়ক্ষেত্রেই ক্লীবলিঙ্গে ভাগবত হবে। এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তর: **ভাগবত** শব্দ পরমতত্ত্বের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। পরমতত্ত্বের সেবক বা ভক্ত অর্থে আবার পরমতত্ত্বের নাম রূপ গুণ লীলাদি বর্ণনা আছে যাতে- তা বোঝায়।

এখন পরমতত্ত্ব যদি পুংলিঙ্গ হয় তবে ভগবতঃ ইদম ভাগবতম হবে। যদি স্ত্রীলিঙ্গে ভগবতী হয় তবে ভগবত্যা ইদম ভগবতীয় অর্থাৎ দেবী ভগবতীয় হবে।
কেউ যদি বলে দেবী কখনো পুরুষ কখনো স্ত্রী, বা ব্রহ্মের লিঙ্গ হয়না, এসব মূর্খ কে সংস্কৃত বোঝাতে যাওয়ার থেকে বেণুবনে মুক্তো ছড়ানো ভালো।
যাই হোক পঞ্চদশ শতাব্দীতে লেখা নরসিংহ বাজপেয়ী "**নিত্যাচার প্রদীপ**" গ্রন্থে মহাপুরাণের তালিকা দিয়েছেন এবং বলেছেন ভাগবত কথাটি কখনোই ভগবতী থেকে আসছে না।
অধিকন্তু নরসিংহ বাজপেয়ি **ভগবন্নামকৌমুদী** গ্রন্থের রচয়িতা লক্ষ্মীধরের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, কালিকাপুরাণের মত পুরাণ, যেগুলি মূল পুরাণতালিকায় নেই- সেগুলি পরবর্তীকালে রচিত।
তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি শ্রীমদ্ভাগবতমের উপর সন্দেহ করবেন, তিনি যেন বাকি পুরাণগুলির উপরেও সন্দেহ করেন।

৬) শ্রীমদ্ভাগবতমের প্রতি দুর্জনের ঈর্ষা:

পঞ্চদশ শতাব্দীতে মাধ্বপরম্পরায় সন্ন্যাসী পুরুষোত্তম তীর্থ রচনা করেন "নিরাশ ত্রয়োদশ" - এই গ্রন্থে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতম্ কে প্রামানিক প্রমাণ করতে ১৩ টি অকাট্য প্রমাণ প্রদর্শন করেন।
ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীল জীব গোস্বামী "তত্ত্ব সন্দর্ভ " রচনা করেন। এই গ্রন্থে অবিসংবাদিত ভাবে তিনি প্রমাণ করেছেন, শ্রীমদ্ভাগবতম্ শুধু প্রামাণিক শাস্ত্র ই নয়, বরং সর্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র। এই গ্রন্থে তিনি ভাগবতের বিরুদ্ধে সমস্ত যুক্তি গুলি খণ্ডন করেছেন।
সপ্তদশ শতকে **"দুর্জন মুখ চপেটিকা"** নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের সমর্থন করে অন্য সমস্ত বিরোধী সিদ্ধান্ত খণ্ডন করা হয়। এই গ্রন্থ টিকে খণ্ডন করতে "দুর্জন মুখ মহাচপেটিকা" নামে অপর একটি গ্রন্থ রচনা করা হয়। কিন্তু শেষোক্ত গ্রন্থ টিকে খণ্ডন করতে আবার রচিত হয় "দুর্জন মুখ পদ্মপাদুকা" । যদিও পণ্ডিতেরা শ্রীমদ্ভাগবতমের প্রামাণিকতা একবাক্যে স্বীকার করেন, কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ বিষ্ণু দ্বেষীরা কখনোই তা স্বীকার করে না।

---

৭) মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ এবং দেবীভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠ, দুজন আলাদা ব্যক্তি; এক নন:

কিছু ব্যক্তির মতে শ্রীমদ্ভাগবতেরও পূর্বে দেবীভাগবত রচিত। কিন্তু আসলে দেবীভাগবত অর্বাচীন। শ্রীমদ্ভাগবতের সাথে পাল্লা দেওয়ার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতেরই অবৈধ অনুকরণে রচিত। শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের বিরচিত। শ্রীধর স্বামীর আবির্ভাবের কিছু পূর্বেই কোনো মৎসর 'দেবীভাগবত' বলে একটি পুঁথিকে অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সাত্বত পুরাণগুলির কোনটিই এরকম কাল্পনিক নবীন পুঁথিকে "পুরাণ" বলে স্বীকার করেননি।
মহাভারতের টীকায় গীতা ব্যাখ্যা প্রারম্ভে নীলকণ্ঠ শ্রীধর স্বামীকে গুরুজ্ঞানে প্রণাম করেছেন
"প্রণম্য ভগবৎপাদান্ শ্রীধরাদীংশ্চ সদ্গুরূন।
সম্প্রদায়ানুসারেন গীতাব্যাখ্যাংসমারভে ॥"
মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ ও আধুনিক দেবীভাগবতের টীকাকার নীলকণ্ঠ উভয়েই একব্যক্তি নন। সম্পূর্ণ পৃথক। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ চতুর্দ্ধর বংশ গোবিন্দসূরির পুত্র, আর দেবীভাগবতের টীকাকার রঙ্গনাথের পুত্র এবং শৈবোপাসক। মহাভারতের ভারতভাবদীপ টীকায় নীলকণ্ঠ এই রূপ পরিচয় পাওয়া যায় "ইতি শ্রীমৎপদবাক্য প্রমাণ মর্যাদাধুরন্ধর চতুর্ধর বংশাবতংস-গোবিন্দসূরি সুনো নীলকণ্ঠস্য কৃতৌ ভারত ভাবদীপে।"
কিন্তু দেবী ভাগবতের টীকাকার টীকার মঙ্গলাচরণে তার যে পরিচয় প্রদান করেছেন তা অন্যরূপ:

"শ্রীমল্লক্ষ্মবতীং লক্ষ্মীং মাতরং দেশিকোত্তমাম।
পিতরং রঙ্গনাথাখ্যাং দেশিকোত্তমমাশ্রয়ে ॥
রত্নবীপ্রেরিতেনৈব পুরাণানাবলোক্য চ।
শৈবোপনামকেনৈব নীলকণ্ঠেন কেনচিৎ ॥"

মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ সূরি তাঁর গীতার ভাষ্যে বহুস্থলে ভাগবত থেকে বাক্য উদ্ধার করেছেন যথা গীতা ১২/১০ টীকায় "শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্" ভাঃ ৭/৫/২৩ গীতা ১৪/২২ এর টীকায় শ্রীভাগবতে "মর্ত্যে দেহস্থ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা" ভাঃ ১১/১৩/৩৬ গীতা ১৮/৫৪ "অয়স্ক ভক্তঃ শ্রীভাগবতে দর্শিতঃ "সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ" ভাঃ ১১/২/৪৫

বহু সুপ্রাচীন আচার্য ও সর্ব সম্প্রদায়ের আচার্য এবং পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের শতাধিক টীকা রচনা করেছেন, শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের ই ১০০ টীকা সহ মুম্বই ভেঙ্কটেশ্বর প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু কেবল আধুনিক শৈবোপাসক নীলকণ্ঠের দেবীভাগবত টীকা ব্যতীত অন্য কোনো টীকার নামও শোনা যায় না। পরন্তু দেবী ভাগবতের টীকাকার তিলক নামক টীকার মঙ্গলাচরণে লিখেছেন
দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।
ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে সম্যক্ তিলকাখ্যং মহত্তরম্ ॥
অনুবাদ:- দেবীভাগবতের এতকাল পর্যন্ত কোন ব্যাখ্যা টীকা না থাকায় তিলক নামা টীকা রচনা করলাম।

দেবীভাগবত কিছুকাল পূর্বে বঙ্গদেশে প্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়েছে। তারপর মুম্বাই ভেঙ্কটেশ্বর প্রেসে ছাপানো হয়। এজন্য উক্ত প্রেসের প্রকাশক লিখেছেন যে, পুস্তকান্তরের অভাবে তিনি দেবীভাগবতের পাঠ

সংশোধন করতে পারেননি। মহাভারতের টিকাকার নীলকণ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। কিন্তু তিনিও তো **দেবীভাগবতের কোনো শ্লোক উদ্ধৃত করেননি।** সুতরাং, ভাগবত বলতে শ্রীমদ্ভাগবতকেই বোঝায়। ঠিক যেমন ভগবান বলতে শ্রীহরিকেই বোঝায়; চন্দ্র, সূর্য, গণেশ নয়। দেবীভাগবত প্রণয়ন ও প্রচারের চেষ্টা হিংসাত্মক প্রবৃত্তির নামান্তর মাত্র।

সিদ্ধান্ত:

শ্রীমদ্ভাগবতমই আদি অকৃত্রিম ভাগবত মহাপুরাণ, যার কথা অন্য সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। দেবীভাগবত কোন প্রামাণিক শাস্ত্র নয়।

৮.১) ভগবান শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক অকালবোধন:

শরৎকালের দুর্গাপূজা অকালপূজা বা অকালবোধন বলে খ্যাত। কারণ, দুর্গাপূজা বা বোধনের প্রকৃত সময় চৈত্র মাস। দেবীর সে সময়কার পূজাকে বাসন্তী পূজা বলা হয়। কল্পনাপ্রবণ কিছু লোক প্রচার করে যে, শরৎকাল যুদ্ধজয়ের পক্ষে উপযুক্ত সময় বলে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধের জন্য এই অসময়ে দুর্গাদেবীর বোধন করেছিলেন। কিন্তু এ ধরনের ইতিহাস শ্রীরামচরিত্রের পরম প্রামাণিক গ্রন্থ বাল্মীকিকৃত মূল রামায়ণে নেই। কিংবা রামায়ণের অন্যান্য সংস্করণ যেমন তুলসীদাসের রামচরিতমানস, দক্ষিণ ভারতের তামিল ভাষায় কম্ব রামায়ণ, কন্নড় ভাষায় কুমুদেন্দু রামায়ণ, অসমিয়া ভাষায় কথা রামায়ণ, ওড়িয়া ভাষায় জগমোহন রামায়ণ, মারাঠি ভাষায় ভাবার্থ রামায়ণ, উর্দু ভাষায় পুঁথি রামায়ণ প্রভৃতি কোথাও নেই। অপ্রামাণিক ও আধুনিক কল্পিত দেবীভাগবত ও শাক্ত কীর্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত প্রচলিত রামায়ণের ইতিহাস কেবল বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যেই প্রচলিত। তবে, আধুনিককালে এ পূজা এখন বিশ্বের বাঙালি অধ্যুষিত অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে।

বাংলার রাজা গণেশ মতান্তরে কংসনারায়ণ সুলতানি সেনাকে হারিয়ে বঙ্গদেশের একচ্ছত্র হিন্দু রাজা হয়ে সিংহাসনারোহন করেন। তখন তার ইচ্ছা হয় অশ্বমেধ যজ্ঞ করার। কিন্তু তার সভা পন্ডিতেরা বলে কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ তবে দুর্গা পূজা করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। আপনি দুর্গা পূজা করুন। তখন ছিল শরৎ কাল দুর্গা পূজার সময় হতে বসন্তকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে তাতে রাজা রাজী না হলে পন্ডিতেরা শরৎকালে অকালবোধনের উপদেশ দেয়। সেসময় রাজার সভাকবি ছিলেন কৃত্তিবাস ওঝা। তিনি রাজার আজ্ঞায় রামায়ণ রচনার সময় রাম চন্দ্রের দ্বারা অকালবোধনের কথা লিখে অকালবোধন কে শাস্ত্রীয় প্রামানিকতা দেওয়ার চেষ্টা করেন। শরৎকালে বিষ্ণুর শয়নকাল এই সময় সমস্ত দেবতাদের রাত্রি তাই শয়ন একাদশীর পর থেকে উত্থান একাদশী পর্যন্ত কোন দেবদেবীর পূজা হয়না। তাই শ্রীরাম চন্দ্রকে দিয়ে অকালবোধন করিয়ে রাজা তা শাস্ত্র সম্মত করিয়ে নেন।

(তথ্যসূত্র:- বাংলার ইতিহাস নীহাররঞ্জন রায়)

৮.২) সিদ্ধান্ত দর্পণ

সিদ্ধান্ত দর্পন গ্রন্থের তৃতীয় প্রভায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

শ্লোক ১
ননুবগাদিঃ পুরাণান্তো বেদো নিত্যোঽস্তু কিন্তুনঃ।
সম্প্রতি প্রচরদ্ ভূমৌ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধম্।
অষ্টাদশাতিরিক্তত্বাদ্বেদরূপং ন সম্ভবেৎ।। ১

অনুবাদ: - পূর্বপক্ষের মত বলছেন— ঋকবেদাদি সমস্ত পুরাণাদি নিত্য। কিন্তু এই শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের অতিরিক্ত ও অর্বাচীন। তাই তার বেদরূপ হওয়া সম্ভব নয়। তাই এটি প্রামাণিক নয়।

টীকা: -

টীকার অনুবাদ:- এভাবে কিছু শাক্ত শৈবাদি কিছু ভগবদ্বিদ্বেষী গণ বেদ কে স্বীকার করলেও শ্রীবিষ্ণুই যে পরম তত্ত্ব তা স্বীকার করেন না। তাই পুরাণ শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভাগবত এ বিষ্ণুর পারমা বর্ণনা করা হয়েছে বলে তারা শ্রীমদ্ভাগবতের অস্তিত্ব বিষয়ে শঙ্কা করে। তাদের বক্তব্য এই যে ঋগাদি যত বেদ আছে ও যেসমস্ত পুরাণাদি আছে তাদের নিত্যত্ব আমরা স্বীকার করি। কিন্তু শুক পরীক্ষিত সংবাদ দ্বারা বর্ণিত এই ভাগবত বেদরূপ নয়। কারন এই ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণ রচনার পরে রচিত হয়েছে।

শ্লোক ২

অষ্টাদশান্তরং ব্যাসো ভারতং কৃতবান্ প্রভুঃ।
ভারতোত্তরমেতত্তু চক্রে ভাগবতং মুনিঃ।।
ইত্যেবমুক্তেরেতস্য নাষ্টাদশসু সম্ভবঃ।।

অনুবাদ:- প্রভু শ্রী ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ রচনার পরে মহাভারত গ্রন্থ রচনা করেছেন। মহাভারত রচনাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ব্যাসদেব এই ভাগবতম্ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই প্রকার উক্তি থেকে বোঝা যায় ভাগবত রচনার পূর্বেই অষ্টাদশপুরাণ রচিত হয়ে গেছিল।
টীকা: -

টীকার অনুবাদ: - এই শ্লোকে বিদ্যাভূষণ প্রভু বলছেন

মৎস্য ও স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে— অষ্টাদশ পুরাণ রচনার পর মহাভারত রচিত হয়েছে।
অষ্টাদশ পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
চক্রে ভারতমাখ্যানং বেদার্থৈরুপবৃংহিতম্।।
অনুবাদ- অষ্টাদশ পুরাণ রচনার পরে সত্যবতী নন্দন ব্যাসদেব বেদার্থ সমৃদ্ধ মহাভারত আখ্যান রচনা করেন।
আবার শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্দে বলা হয়েছে মহাভারত রচনার পরেও ব্যাসদেব তৃপ্ত হতে পারলেন না। তখন নারদের উপদেশে নিজের সন্তোষদায়ক সর্বজীবের কল্যাণকারক শ্রীমদ্ভাগবত শুক পরীক্ষিত সংবাদ রূপে প্রকট করলেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অতিরিক্ত বিষ্ণুধর্মোত্তর ইত্যাদি পুরাণের মতো উপপুরাণ। তাই এর বেদ রূপত্ব সম্ভব নয়। বরং অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত **ভাগবত পুরাণ বলতে যে দেবী ভাগবত পুরাণের কথা বলা হয়েছে তা বেদতুল্য।**

নৈবং লক্ষণ সংখ্যাভ্যামিদমেব হি তত্ত্ববৎ।। ৩

অনুবাদ:- এখন পূর্বপক্ষ খণ্ডন করা হচ্ছে যে এই প্রকার সিদ্ধান্ত ভুল। অর্থাৎ লোক প্রখ্যাত শুক পরীক্ষিত সংবাদরূপ শ্রীমদ্ভাগবত ই অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত গ্রন্থ।
টীকা: -

টীকার অনুবাদ:- পূর্বোক্ত সংশয় নিরসনে বিদ্যাভূষণ প্রভু বলছেন মৎস্য পুরাণাদি তে অষ্টাদশ পুরাণের নাম উল্লেখ করে ভাগবত পুরাণের লক্ষণ, শ্লোকসংখ্যা, বর্ণনা ও করেছে। তার থেকে বোঝা যায় যে শুকদেবের বলা ভাগবত ই অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত। দেবীভাগবত, মহাভাগবত ইত্যাদি অন্য কোন গ্রন্থ নয়।

মৎস্য পুরাণ ৫৩/২০-২২ এ বলা হয়েছে
যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম বিস্তরঃ।
বৃত্রাসুর বধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে।।
সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরামরাঃ।
তদ্বৃত্তান্তোদ্ভবং লোকে তদ্ভাগবতমুচ্যতে।।
অষ্টাদশসহস্রাণি পুরাণং তৎপ্রকীর্ত্তিতম্।
লিখিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহসমন্বিতম্।
প্রোষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং স যাতি পরমং পদম্।।
অনুবাদ- যে পুরাণে গায়ত্রীর উল্লেখ করে ধর্ম বিস্তৃত বর্ণন করা হয়েছে। এবং যে পুরাণে বৃত্রাসুরবধ এর আখ্যান আছে তাকে ভাগবতম্ বলে। সারস্বত কল্পের মধ্যে যে মনুষ্য দেবতাদের ক্রিয়াকলাপ তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। এই পুরাণ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক যুক্ত। যে ব্যক্তি তা লিখে প্রৌষ্ঠপদী পূর্ণিমায় সুবর্ণ সিংহাসনে বসিয়ে দান করে সে পরমপদ প্রাপ্ত হয়।
স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে
গ্রন্থোঽষ্টাদশ সাহস্রো দ্বাদশ স্কন্ধ সম্মিতঃ।
হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা।
গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ।।
অনুবাদ- এই ভাগবত গ্রন্থ দ্বাদশ স্কন্দ সমন্বিত, অষ্টাদশসহস্র শ্লোক সমন্বিত। এখানে হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা এবং বৃত্রাসুর বধ বৃত্তান্ত আছে। এই পুরাণ গায়ত্রী দিয়ে আরম্ভ হয়েছে।
পদ্মপুরাণে গৌতম ঋষি বলছেন
অম্বরীষং শুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনৈব যদীচ্ছসি ভবক্ষয়ম্।।
বরাহপুরাণে পরীক্ষিতের শৃঙ্গী ঋষি র দ্বারা শাপ প্রাপ্তি প্রসঙ্গে বরাহদেবের উক্তি
তত্রাজগ্মুর্মহাভাগা মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
শুকশ্চ ব্যাসতনয়ো মহাভাগবতো মুনিঃ।
সংহিতাং শ্রাবয়ামাস রাজ্ঞে ভাগবতীং মুনিঃ।।
অনুবাদ- সেখানে ব্রতক্লিষ্ট তপস্যা পরায়ণ মুনিগণ উপস্থিত হলেন ও শ্রীব্যাসদেবের পুত্র মহাভাগবত মুনি শ্রী শুকদেব রাজা পরীক্ষিত কে শ্রীমদ্ভাগবত সংহিতা শ্রবণ করান।

ব্রহ্মান্ড পুরাণে শ্রী শেষদেব বলেছেন "শুকবাগমৃতাব্ধীন্দুঃ" অর্থাৎ শ্রী গোবিন্দজীর মুখচন্দ্রমা শ্রী শুকদেবের মুখ রুপ অমৃতসমুদ্র হতে উদিত হয়েছে।

অসাধারণ ধর্ম সূচক লক্ষণাত্মক বাক্যের দ্বারাই বস্তুর পরিচয় হয়। ব্যুৎপত্তি মাত্রের দ্বারা নয়। যেমন গো শব্দের ব্যুৎপত্তি গচ্ছতি ইতি গো থেকে অর্থাৎ যা গমন করে তাই গো। কিন্তু গো শব্দে মহিষ উট, ইত্যাদিকে বোঝায় না। বরং গলায় গলকম্বল যুক্ত প্রাণী এই অসাধারণ লক্ষণ এর দ্বারাই গাভীকে চেনা যায়। সেরকম ভগবানের কথিত বা ভগবান সম্পর্কিত যেকোন গ্রন্থ ই ভাগবত হতে পারে যদি শব্দের ব্যুৎপত্তি দ্বারা মাত্র বিচার করা হয়। এজন্য বিভিন্ন পুরাণে ভাগবতের অসাধারণ লক্ষণ সমূহ বলা হয়েছে। মৎস্য পুরাণে বর্ণিত লক্ষণ সমূহ দেবীভাগবতের সঙ্গে মিলালেও অন্যান্য লক্ষণ গুলি মেলেনা।

শ্লোক ৪

ব্রহ্মশ্রীপতিসংবাদো যোঽষ্টাদশমধ্যগঃ।
ব্যাসনারদসংবাদস্তত্র যস্মাৎপ্রবেশিতঃ।।
একস্যৈব তদেতস্য শ্রীমদ্ভাগবতস্য তৎ
অষ্টাদশান্তর্বর্তিত্বং পৌর্বাপর্য্যঞ্চ সম্ভবেৎ।।

অনুবাদ:- শ্রীমদ্ভাগবতের যে অংশ ব্রহ্মা-নারায়ণ সংবাদ রূপে অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে স্থিত আছে তার মধ্যেই ব্যাস নারদ সংবাদ অংশ প্রবেশ করেছে। এগুলি একই শ্রীমদ্ভাগবতের অংশ। এই পুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্বর্তী ও এই দুটি অংশ একই পুরাণের পূর্ব ও উত্তর ভাগ।

টীকার অনুবাদ: - এখন এই সংশয় হতে পারে যে অষ্টাদশ পুরাণ রচনার পর মহাভারত রচনা হয়েছিল, মহাভারতের পর শ্রীনারদের উপদেশে ভাগবত প্রকট হয়েছিল। এইরূপ মনে করা হলে দুটি ভাগবত আছে স্বীকার করা হয়। তাতে পুরাণের সংখ্যা ১৯ হয়।
শ্রীমদ্ভাগবতের ১২.১৩.১০ এ বলা হয়েছে এই ভাগবত পূর্বে পরম কারুণিক ভগবান তাঁর নাভিপদ্মে স্থিত ভবভয় যুক্ত ব্রহ্মা জীকে প্রকাশ করেছিলেন।

"ইদং ভাগবতং পূর্বং ব্রহ্মণে নাভিপঙ্কজে।
স্থিতায় ভবভীতায় কারুণ্যাৎসম্প্রকাশিতম্।।"
অর্থাৎ নারায়ণ ব্রহ্মাজীকে উপদেশ রূপ যে ভাগবত বলেছিলেন ও ব্রহ্মাজী নারদকে যে ভাগবত উপদেশ করেছিলেন তা মহাভারতের পূর্বে অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত রূপে প্রকট হয়েছিল। মহাভারত রচনার পরে ব্যাস নারদ সংবাদ রূপে ভাগবতের অপর ভাগ প্রকট হয়েছিল। এই উত্তর ভাগ পূর্ব ভাগের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই দুই ভাগ বিশিষ্ট শ্রীমদ্ভাগবতের লক্ষণ ও শ্লোকসংখ্যা মৎস্যপুরাণাদিতে বলা হয়েছে। প্রথম স্কন্ধে সুত গোস্বামী ও তাই বলেছেন সেই শ্রীমদ্ভাগবতম প্রকট করে মহামুনি ব্যাস তা বিস্তার করে নিবৃত্তি মার্গে রত নিজপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করিয়েছিলেন।
"স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিঃ।।"
ব্যাসদেব প্রথমে নারায়ণ-ব্রহ্মা সংবাদ ও ব্রহ্মা-নারদ সংবাদ রূপে সংক্ষেপে প্রকট করেন। তারপর শ্রীনারদের উপদেশে তা বিস্তার করেন। এভাবে প্রমাণিত হল ভাগবত বিদ্বেষীদের দ্বারা সমস্ত সংশয় আকাশকুসুম কল্পনা।
মহাভারতের উপক্রমেও বলা আছে প্রথমতঃ ব্যাসদেব চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোক সমন্বিত ভারত প্রকট করেন। তারপর তিনি এর সাথে আরো শ্লোক আখ্যানাদি যুক্ত করে ষাটলক্ষ শ্লোক সমন্বিত মহাভারত গ্রন্থ রচনা করেন।

বিবক্ষা নাস্তি কালস্য স চেদত্র বিবক্ষ্যতে।
মার্কণ্ডেয়াগ্নেয়য়োঃ স্যাদবহির্ভাবস্তদানয়োঃ।। ৫

অনুবাদ- এখানে কালের অপেক্ষা নেই। যদি কালের অপেক্ষা মেনে নেওয়া হয় তবে তো মার্কণ্ডেয়পুরাণ এবং অগ্নি পুরাণও এই অষ্টাদশ পুরাণ থেকে বাদ হয়ে যায়।

টীকার অনুবাদ- যদি বল মহাভারতের পূর্বে রচিত ব্রহ্মা নারদ সংবাদই শ্রীমদ্ভাগবত, ব্যাস-নারদ সংবাদ

বা শুকমুনির কথিত ভাগবত উত্তরকালে রচিত। তাই তা অষ্টাদশ পুরাণেরঅন্তর্গত নয়, তাহলে মার্কণ্ডেয় ,অগ্নি আদি পুরাণও অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত নয়।

কারণ মার্কণ্ডেয় পুরাণে প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে "হে ভগবন্! মহাভারত আখ্যান মহাত্মা ব্যাসদেব কর্তৃক রচিত হয়েছে, এই অমৃতময় কথা নানাবিধ আখ্যান পূর্ণ।
এই মহাভারত বহু বিস্তৃত ও এর বহু অর্থ সম্পন্ন। ভগবন! এই ভারত তত্ত্বকে জানার ইচ্ছায় আমি আপনার কাছে এসেছি।" এরকম ভাবে জৈমিনি চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। যার উত্তরে মার্কণ্ডেয় পুরাণ কথা আরম্ভ হয়েছে।
"ভগবন্ ভারতাখ্যানং ব্যাসেনোক্তং মহাত্মনা।
পূর্ণমসত্যমলৈঃ শব্দৈর্নানাশাস্ত্রসমুচ্চয়ৈঃ।।
তদিদং ভারতাখ্যানং বহ্বর্থং বহুবিস্তরম্।
তত্ত্বতো জ্ঞাতুকামোঽহং ভগবংস্ত্বামুপাগতঃ।।"
তাই মার্কণ্ডেয় পুরাণও মহাভারতের পরে রচিত বলে এটিও অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত হয়না।
এভাবে অগ্নিপুরাণেও প্রারম্ভে বলা হয়েছে ১.৩ শ্লোকে ঋষি শৌনক দ্বারা শ্রী সুত গোস্বামী কে প্রশ্ন করা হচ্ছে "*সুত: ত্বং পুজিতোঽস্মাভিঃ..*"
অর্থাৎ হে সুত! আপনি আমাদের সকলের দ্বারা পুজিত,আমাদের সকলপুরাণের সারের সার বল।
তার উত্তরে সুত মুনি বলছেন
"*সারাৎ সারতরং হি...*"
সকল সার বস্তুর মধ্যে উত্তম ও সার বস্তু ভগবান শ্রী বিষ্ণু, যিনি অব্যয় ঈশ্বর।

ইত্যাদি বলে অগ্নি পুরাণ আরম্ভ করে তাঁকে সমস্ত বিদ্যার সার ইত্যাদি বলে, প্রসঙ্গের শেষে গীতা সার বলব ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা করে 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী' ইত্যাদি কিছু শ্লোকে তিনি গীতার সার বলেছেন।
১৩ অধ্যায়ে ১ম শ্লোকে অগ্নি বলছেন আমি মহাভারত বর্ণনা করব। যা কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে। ভগবান শ্রী বিষ্ণু পাণ্ডবদের নিমিত্ত করে ভূভার হরণ করিয়েছিলেন।
তাই অগ্নিপুরাণও মহাভারতের পরে রচিত অতএব এটিও অষ্টাদশ পুরাণ থেকে বাদ হয়ে যায়।
এই অসঙ্গতি দূর করার জন্য সিদ্ধান্ত হচ্ছে এখানে কাল বিবক্ষা নেই। সমস্ত বেদ, ইতিহাস ও পুরাণ অনাদি সিদ্ধ। শ্রী ব্যাসদেব কেবল এগুলির প্রকট করেছেন।
অর্থাৎ, **মহাভারতের আগে রচিত হলে তবেই সেই পুরাণ প্রামাণিক এবং পরে রচিত হলে তা অর্বাচীন- এই যুক্তি গ্রহণীয় হতে পারে না।**

৮.৩) শ্রীমদ ভাগবতমের টীকাকার ও টীকা সমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচি

১) অপ্পয়জী দীক্ষিত কৃত অন্বয়
২) বুক্কন পণ্ডিত কৃত অন্বয়
৩) বেঙ্কট কৃষ্ণ কৃত অন্বয়
৪) অন্বয়বোধিনী কবিচূড়ামণি
৫) অমৃত তরঙ্গিনী জ্ঞানপূর্ণ যতি
৬) অমৃত তরঙ্গিনী লক্ষ্মীধর
৭) আত্মপ্রিয়া নারায়ণ
৮) আত্মটীকা

৯। একাদশস্কন্ধসার ব্রহ্মানন্দভারতী
১০) কান্তিমালা বিষ্ণুপুরী
১১) কৃষ্ণপদী রাঘবানন্দ মুনি
১২) কৃষ্ণবল্লভা আনন্দ ভট্ট
১৩) ক্রম সন্দর্ভ শ্রীজীব গোস্বামী
১৪) ক্রোড়পত্ররাজ কেশবভট্ট
১৫) গণদীপিকা কৃষ্ণদাস
১৬) চিৎসুখীভাষ্য চিৎসুখাচার্য্য
১৭) চূর্ণিকা মাধ্ব
১৮) চূর্ণিকা তাৎপর্য্য (মাধ্ব সম্প্রদায়)
১৯) চৈতন্যমতমঞ্জুষা শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী
২০) জয়মঙ্গলা (রামানুজীয়) শ্রীনিবাসাচার্য্য
২১) জয়োল্লাসনিধি অপ্পয় দীক্ষিত
২২) টীকাসারসংগ্রহ উত্তমবোধ যতি
২৩) তত্ত্বদীপিকা (রামানুজীয়) শ্রীনিবাস সুরি
২৪) তত্ত্বপ্রদীপিকা নারায়ণ যতি
২৫) তত্ত্ববোধিনী
২৬) তাৎপর্য্যটিপ্পনী জনার্দন ভট্ট (মাধ্ব সম্প্রদায়)
২৭) তামিলটীকা শঙ্করনারায়ণ শাস্ত্রী
২৮) তোষিণীসার কাশীনাথ
২৯) দুর্ঘটভাবদীপিকা সত্যাভিনব তীর্থ (মাধ্ব)
৩০) দ্রাবিড় টীকা
৩১) ন্যায়মঞ্জরী (কেবল দশম স্কন্দের শ্রুতি স্তুতি ব্যাখ্যা)
৩৩) পদযোজনা বালকৃষ্ণ দীক্ষিত (বল্লভ সম্প্রদায়)
৩৪) পদযোজনা ভবদাস
৩৫) পদরত্নাবলী বিজয়ধ্বজ (মাধ্ব)
৩৬) পদার্থসরসী
৩৭) পদ্যত্রয়ীব্যাখ্যা সদানন্দ বিদ্বান
৩৮) পরমহংসে প্রিয়া বোপদেব
৩৯) প্রকাশ টীকা শ্রীনিবাস
৪০) প্রতিপদার্থপ্রকাশিকা শোভনাদ্রি
৪১) ভাগবত প্রবোধিন
৪২) ভাগবত প্রহর্ষণী
৪৩) প্রেমমঞ্জরী রামকৃষ্ণ মিশ্র
৪৪) বাল প্রবোধিনী গিরিধর লাল (বল্লভ সম্প্রদায়)
৪৫) বৃহৎক্রম সন্দর্ভ (গৌড়ীয় সম্প্রদায়)
৪৬) ভক্তমনোরঞ্জনী ভগবতীপ্রসাদ আচার্য্য
৪৭) ভক্তরামা বেঙ্কটাচার্য্য
৪৮) ভক্তিদীপিকা জাতবেদ
৪৯) ভক্তিমতী
৫০) ভগবল্লীলাচিন্তামণি
৫১) ভক্তিরসায়ণ হরি সৌরী (নাসিক নিবাসী কবিবর)
৫২) ভগবৎপ্রসাদসার
৫৩) ভাগবত কৌমুদী রামকৃষ্ণ
৫৪) ভাগবতগূঢ়ার্থদীপিকা ধনপতি সুরি

৫৫) ভাগবতগূঢ়ার্থরহস্য ভাগবতানন্দ গোস্বামী
৫৬) ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা বীররাঘবাচার্য (শ্রীবৈষ্ণব)
৫৭) ভাগবত টিপ্পনী লোকনাথ চক্রবর্ত্তী (গৌড়ীয়)
৫৮) ভাগবত তত্ত্ব সার রাধামোহন শর্মা গোস্বামী (গৌড়ীয়)
৫৯) ভাগবত তাৎপর্য্য চন্দ্রিকা বেঙ্কটকৃষ্ণ (মাধ্ব সম্প্রদায়)
৬০) ভাগবততাৎপর্য্যনির্ণয় শ্রীমধ্বাচার্য্য
৬১) ভাগবততাৎপর্য্যনির্ণয় টিপ্পনী যদুপতি আচার্য্য (মাধ্ব সম্প্রদায়)
৬২) ভাগবত বিবৃতি যদুপত্যাচার্য
৬৩) ভাগবত পুরাণ প্রকাশ প্রিয়াদাস
৬৪) ভাগবতপুরাণার্কপ্রভা হরিভানু শুক্ল
৬৫) ভাগবতমঞ্জরী গৌতমকুলচন্দ্র শর্মা
৬৭) ভাগবতলীলাকল্পদ্রুম
৬৮) ভাগবতবিবরণ
৬৯) ভাগবতব্যাখ্যালেশ গোপাল চক্রবর্ত্তী
৭০) ভাগবতসার গোবিন্দবিদ্যাবিনোদ
৭১) ভাগবত সারোদ্ধার ত্রয়তীর্থ অবধূত
৭২) ভাগবতাদ্যপদ্য ব্যাখ্যাশতক বংশীধর শর্মা
৭৩) ভাগবতার্থদীপিকা চক্রপাণি
৭৪) ভাগবতার্থরত্নমালা
৭৫) ভাবনামুকুর শুকমুনি
৭৬) ভাবপ্রকাশিকা নরসিংহাচার্য
৭৭) ভাবপ্রকাশিনী
৭৮) ভাগবতভাববিভাবিকা রামনারায়ণ মিশ্র
৭৯) ভাবার্থ দীপিকা শ্রীধর স্বামী ভাবার্থদীপিকা প্রকাশিকা বংশীধর স্বামী (নিম্বার্কীয়)
৮০) ভাবার্থদীপিকাদীপনী শ্রীরাধারমণগোস্বামী
৮১) ভাবার্থদীপিকা ক্রোড় টিপ্পনী ব্রহ্মানন্দ কিঙ্কর
৮২) ভাবার্থদীপিকা প্রকাশ কাশীনাথ উপাধ্যায়
৮৩) ভাবার্থদীপিকা ভাব শিবরাম
৮৪) ভাবার্থদীপিকা মেহপুরী কেশব দাস
৮৫) ভাবার্থপ্রদীপিকা বা শ্রীধরোক্তভাবশিষ্টার্থ
৮৬) মুনিপ্রকাশ বেদগর্ভনারায়ণাচার্য (মাধ্ব)
৮৭) মুনিভাবপ্রকাশিকা কৃষ্ণগুরু
৮৮) মন্দনন্দিনী (মাধ্ব সম্প্রদায়
৮৯) যদুপত্যাচার্যবিবৃতি শেষপুরী সত্যধর্মতীর্থ (মাধ্ব)
৯০) রসমঞ্জরী
৯১) রাসক্রীড়াব্যাখ্যা
৯২) রাসপঞ্চাধ্যায়ী প্রকাশ পীতাম্বর
৯৩) বাসনা ভাষ্য
৯৪) বিদ্বৎকামধেনু
৯৫) বিবরণ মণিমঞ্জুষা

৯৬। বিবৃতি প্রকাশ বিট্‌ঠল দীক্ষিত (বল্লভীয়)
৯৭। বিশুদ্ধরসদীপিকা কিশোরপ্রসাদ (গৌড়ীয়)
৯৮। বিষমপদটীকা
৯৯। বুধরঞ্জিনী বাসুদেব
১০০। বৈষ্ণবতোষণী শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ (গৌড়ীয়)
১০১। বৈষ্ণবানন্দিনী শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ (গৌড়ীয়)
১০২। বোধসুধা বিদ্যাসাগর মুনি
১০৩। বোধিনী সার
১০৪। শুকতাৎপর্যরত্নাবলী বীররাঘব
১০৫। শুকপক্ষীয় সুদর্শনসুরি (রামানুজীয়)
১০৬। শুকভাবপ্রকাশিকা সুন্দররাজ সুরি
১০৭। শুকহৃদয়
১০৮। শুক হৃদয় রঞ্জিনী নরসিংহ সুরি
১০৯। শ্রুতিস্তুতিচন্দ্রিকা বেঙ্কট
১১০। লঘুবৈষ্ণবতোষণী শ্রীজীবগোস্বামী (গৌড়ীয়)
১১১। সজ্জনহিত বেঙ্কটাদ্রী
১১২। সদর্থ প্রকাশিকা শঙ্কর
১১৩। সম্বন্ধোক্তি
১১৪। সরলা খোসি রামানুজাচার্য (রামানুজীয়)
১১৫। সর্বার্থপ্রকাশিকা
১১৬। সর্বোপকারিণী
১১৭। সারসংগ্রহ ব্রহ্মানন্দভারতী
১১৮। সারার্থদর্শিনী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর
১১৯। সিদ্ধান্ত প্রদীপ শুকদেবাচার্য (নিম্বার্কীয়)
১২০। সিদ্ধান্তার্থদীপিকা বৈষ্ণবশরণ
১২১। সুবোধিনীজী শ্রীবল্লভাচার্য (বল্লভ সম্প্রদায়)
১২২। সুবোধিনীপ্রকাশ পুরুষোত্তম মহারাজ (বল্লভ)
১২৩। পিশাচ ভাষ্য হনুমৎ মুনি
১২৪। ভক্তহর্ষিণী ব্রজাচার্য নারায়ণ ভট্ট গোস্বামী (রাসপঞ্চাধ্যায়ী ব্যাখ্যা)

উপসংহার

"বিদ্যাবতাং ভাগবতে পরীক্ষা " - প্রাচীনকালে কোন ব্যক্তি কতখানি বিদ্বান তা পরীক্ষা করা হত **শ্রীমদ্ভাগবতম্** দ্বারা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মহান সাত্বত সংহিতাকে কিছু লোক "অর্বাচীন" বলতে দুঃসাহস করছেন। যদিও তাঁদের সমস্ত যুক্তিই অসার। এই গ্রন্থে এযাবৎ সেই সমস্ত পূর্বপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করে শ্রীমদ্ভাগবতম্ কে শাস্ত্রশিরোমণি রূপে স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি কেবল বিষ্ণুবৈষ্ণবের প্রতি অসূয়াপরায়ণ হয়ে ভাগবত ধর্মের ক্ষতি করার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতম্ কে অর্বাচীন বলেন। শ্রীমদ্ভাগবতম্ কে যাঁরা আদর করেন, তাঁরা এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করে সুখী হবেন। যাঁরা শ্রীমদ্ভাগবতমের প্রামাণিকতা নিয়ে সন্দিহান;এই গ্রন্থ তাঁদের সমস্ত সন্দেহ দূর করবে। যথার্থ পণ্ডিত মাত্রেই জানেন যে, **শ্রীমদ্ভাগবতমের উপর স্বপ্নেও অবিশ্বাস আনা ঠিক নয়**। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতম্ পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের গ্রন্থাবতার। ইহা *ব্রহ্ম মাধ্ব গৌড়ীয়* বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রমাণ শিরোমণি। শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীমদ্ভাগবতম্ শ্রবণ করে প্রীতিলাভ করেন। ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতমকে অত্যন্ত আদর করতেন। তাঁর অনুগামীগণ ও এই শ্রীমদ্ভাগবতম্ কে প্রাণতুল্য মনে করেন। তাই ঠাকুর নরোত্তম মহাশয় বলেছেন : "বিচার করিয়া মনে ভক্তিরস আস্বাদনে মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ।" শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন : "**শ্রীমদ্ভাগবতম্ পুরাণমমলং**"- শ্রীমদ্ভাগবত অমলপুরাণ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় এই গ্রন্থ রচিত হল।

এই গ্রন্থ শ্রীবৈষ্ণবগণের প্রীতিবিধান করলে তবেই আমাদের সেবা সফল হবে। কারণ "বয়ন্তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকম্"(আমরা হরিদাসগণের পাদুকাবাহক মাত্র)।

হে পাঠক, এই গ্রন্থ পাঠ করে যদি আপনার হৃদয়ে আনন্দ হয়, তবে আমাদের আশীর্বাদ করবেন, যাতে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতমের সেবায় আমাদের জীবন উৎসর্গ করতে পারি। এই গ্রন্থে কারো ভাবাবেগে যদি কোন আঘাত করা হয়ে থাকে, তবে তা অনিচ্ছাকৃত, আমরা তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

জয়তু শ্রীমদ্ভাগবতম্
জয়তু মাধ্বগৌড়ীয়গুরুপরম্পরা
পরম বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্ ।

।। হরিঃ ওঁ তৎসৎ।।